শতবর্ষের শতকথা : বড়াল নদের তীরে খ্রিস্ট জনবসতি

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২ ❖ ১৯ - ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টমণ্ডলীতে কাথলিক ক্যারিজমেটিক রিনিউয়্যালের উদ্ভব

খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা

অনন্তধামে প্রয়াত ডমিনিকা রোজারিও

"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন।"

জন্ম : ২৭ অক্টোবর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দক্ষিণ ভাসানিয়া, মটবাড়ী ধর্মপল্লী
কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

"আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের অনেক কষ্ট হবে, কারণ আমি বিছানায় পড়ে গেলে তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে আমাকে" তাই আমাদের মা ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর সকল মায়া মোহ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী নিবাসে চলে গেছেন। মা তোমার এই চলে যাওয়া মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে এবং আমাদর হৃদয়ে গভীরে শূন্যতা অনুভব করছি। তোমার কথা ভাবতেই মনের অজান্তেই দু'চোখের পাতা ভিজে যায়, কারণ তোমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছ। আমাদের মা, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি: রোজ শনিবার রাত ৮:৩০ মিনিটে স্বর্গীয় পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে অনন্তধামে চলে গেল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর ২মাস ৯দিন।

তুমি ছিলে প্রখর বুদ্ধিমতি। তুমি স্কুলে বরাবরই ১ম হতে। ৮ম শ্রেণিতে তুমি বৃত্তিও পেয়েছিলে। তুমি নিজেই খুব সুন্দর করে কবিতা, গান, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ লিখতে পারতে এবং সুর ও আবৃত্তিও করতে পারতে। তোমার স্মৃতিশক্তি ছিল খুব প্রখর, তাই তোমার শেখা ছোট বেলার কবিতা, ছড়া, গল্প, নীতিকথা তুমি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মুখস্ত বলতে পারতে। বাংলা শব্দ জ্ঞান ও অংকে তুমি খুব ভাল ছিলে। পড়াশুনা করার অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই সময়ের বাস্তবতায় বেশি পড়াশুনা করার সুযোগ হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাই বলে তুমি থেমে থাকনি, তুমি শিক্ষক হয়ে পড়িয়েছ অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের। আমাদের অনেক শিক্ষকদেরও তুমি শিক্ষক ছিলে। আমাদের শিক্ষকগণ যখন তোমাকে নমস্কার দিতেন তখন খুব গর্ব অনুভব করতাম। তোমাকে সবাই ডমনি দি নামেই চিনতো। তুমি খুব ভাল শিক্ষক ছিলে বিধায় তোমার শিক্ষার্থীরা তোমায় দেখতে এবং প্রতিনিয়ত খবর নিয়েছে।

মা, তুমি ছিলে ঈশ্বর নির্ভরশীল ও প্রার্থনার মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে মা মারীয়ার প্রতি তোমার ছিল অগাধ, অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালবাসা। মারীয়ার সেনা সংঘের সদস্যা হিসাবে আমাদের গ্রামে তোমাকে ছাড়া কোন প্রার্থনাই শুরু হত না মা। তুমি এত সুন্দর করে প্রার্থনা পরিচালনা করতে যে তাতে অনেকের মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি এমনিতেই হত। তুমি একটি সুন্দর প্রার্থনার দল গঠন করে গেছ, যা সবার কাছে এক আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার স্থান।

মা, 'তুমি রবে নীরবে' মানুষের প্রতি ভালবাসা, যত্ন, প্রয়োজন বুঝা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রমী, স্বল্পভাষী, সদা হাসি-খুশি, মিশুক, সততা, আন্তরিকতা, পরিস্কার-পরিপাটি, সৌন্দর্য প্রিয় ইত্যাদি আমাদের স্মৃতিতে অমূল্য মুক্ত হয়ে ও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকলো। তুমি আমাদের জন্যে স্বর্গস্থ পিতার ভালবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার। আমরা খুব ভাগ্যবান তোমাকে আমাদের মা হিসাবে পেয়ে। তাই তোমার আশীর্বাদিত পবিত্র জীবনের জন্যে পরম পিতাকে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 'মা' তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে নীরবে হৃদয় মাঝে। পরিশেষে, সকল আত্মীয়-স্বজন, শ্রদ্ধেয় ফা: উজ্জ্বল, ফাদার স্ট্যানলী, ফাদার সমর, ফাদার কাউন্ট, ফাদার সৃজন ও শান্তি রাণী সিস্টারগণ ও গ্রামের সকলকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে মায়ের মৃত্যুতে আমাদের পাশে থেকে প্রার্থনা ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। হে প্রভু, মায়ের সকল দোষ অপরাধ ক্ষমা ক'রে তাকে অনন্ত বিশ্রাম দান কর।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
স্বামী : গাব্রিয়েল কোড়াইয়া
মেয়ে ও মেয়ের জামাই : শিলা-শহীদ, শিখা-প্রদীপ, শিউলী-লিও, শিল্পী-সুবাস, সীমা-শিমুল ও সিস্টার সুরমা কোড়াইয়া, সিআইসি
ছেলে ও ছেলের বউ : শিশির ও স্বপ্না
নাতি-নাতনী : সক্রেটিস, বাপ্পী, লিসা, প্রিয়াংকা, সুমিত, ইশা, সুপ্তি, কেয়া, ইভান্স, একা, বীথি, স্বপ্নীল, কাব্য এবং শ্রুতি, পুতি ও পুতিন : স্টুয়ার্ড ও স্কারলেট।

বিজ্ঞ/১৩/২০

"তুমি রবে নিরবে, হৃদয়ে মম"

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আন্তনী গমেজ (প্রাক্তন ইউপি সদস্য)
জন্ম : ৫ মে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল। ভুল করে মনে হয় তোমার শ্বাসকষ্টের জন্যে অক্সিজেন আনতে থানা রোড যেতে হবে। আবার ধোকা খেয়ে ফিরে আসি। বাবা তোমার বিরহ ব্যাথা এখনও আমরা ভুলতে পারিনি। পারবোও না কোনদিন। বাবা আমরা স্মরণ করি তোমার রেখে যাওয়া অজস্র স্মৃতি। তোমার শূণ্যতা আমরা অনুভব করি প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে। তুমি বহুগণ ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিলে। তোমার গুণের ও নেতৃত্বের কারণে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট যোসেফস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা এর ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীতে স্কুলের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৮ জন সদস্যের মধ্যে একজন অন্যতম সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসাবে স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা ক্রেস্ট এবং তোমার বিচার দক্ষতা, ইউপি মেম্বার হিসাবে প্রায় ১০ বছরের সাফল্য অর্জন, ধরেণ্ডা ক্রেডিটে তিন মেয়াদে বোর্ড ডিরেক্টর পদে কাজ করা, পালকীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে দক্ষতার সাথে কাজ করা, বিভিন্ন গান বাজনা এবং যাত্রা নাটকে অভিনয় দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ গত মে মাসে মা দিবস উপলক্ষে ধরেণ্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: কর্তৃক তোমার বহুগণ ও নেতৃত্বের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তোমার মা (আমাদের ঠাকুমা) বির্জিনা কস্তা'কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, যা তুমি দেখে যেতে পারলে না। আমাদের বিশ্বাস তুমি আছো পরম পিতার কাছে। পরম পিতার কাছে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, এই মর্ত্যধামে আমাদের জন্য তুমি যে আদর্শ রেখে গেছো তা যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি এবং তোমার জীবনাদর্শে একদিন স্বর্গধামে তোমার সঙ্গে পরম পিতার আশ্রয় পেতে পারি এ আশীর্বাদ করো।

স্বর্গীয় পিতা তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই স্নেহের –
স্ত্রী : করুনা রোজারিও
ছেলে ও ছেলের বউ : রতন ও পপি গমেজ, মানিক ও লিপি গমেজ, হীরা ও অর্পা গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : সুশান্ত ও মুক্তি, লরেন্স ও শ্যামলা, মার্টিন ও প্রেমলা
নাতি ও নাতি বউ : হিল্টন ও অদ্বিতী, ক্লিন্টন, স্বজন, সম্রাট, পিয়াম, সুহৃদ, শ্রাবন, সুপ্ত, সুস্ময়, ও বর্ষণ
নাতিন ও নাতিন জামাই : নিশি ও প্রিয়ন্ত, পিংকী ও ডিউক, সৃষ্টি, অর্ণি ও পৃথী
পুতি ও পুতিন : পুণ্য, নিলাদ্রী, অত্রী ও আয়্যান

বিজ্ঞ/১২/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

▮▮▮ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০২
▮▮▮▮▮ ১৯ - ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
▮▮▮▮▮▮▮▮ ৬ - ১২ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

একতা আনে সফলতা

একতাবদ্ধ থাকলে যেমন শক্তি বৃদ্ধি পায় তেমনি মনে সাহস সৃষ্টি হয় এবং জীবনের সাফল্য আসার পথ সুগম হয়। জাতীয় সংহতি বা একতা একটি জাতি কিংবা দেশকে শক্তিশালী করে তোলে। এতে জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হয়। সভ্যতার অগ্রগতির মূলেও কাজ করছে একতাবোধ। একতার মাঝেই জাতি তথা বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তজনগণ একত্রে বসবাস করত। তারা একসাথে প্রার্থনা করত। যা কিছু উপার্জন করত তা তারা একত্রে ভাগাভাগি করতো। আর সামসঙ্গীত রচয়িতা অনেক পূর্বেই লিখে গিয়েছেন, আহা তা দেখতে কতই না সুন্দর আর মনোরম যখন পরমেশ্বরের সন্তানেরা এক সাথে একতায় বসবাস করে। সত্যিই তো তাই। একতাই বসবাস করার মাধুর্যই ব্যতিক্রম। আর এই মাধুর্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত প্রশান্তি। পবিত্র বাইবেলের যোহনের ধর্মপত্রে আছে, কেউই ঈশ্বরকে দেখেনি, কিন্তু আমরা যখন একে অপরকে ভালবাসি তখন ঈশ্বর আমাদের মাঝে বসবাস করেন আর তখন তাঁর ভালবাসা আমাদের পূর্ণতা দান করেন। এই যে একে অপরের প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা তা-ই মূলত একতা। যা বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে একান্ত প্রয়োজন এবং আবশ্যক। তাই তো রোমীয়দের কাছে সাধু পল তার পত্রে বলেন, তোমরা একে অপরের সাথে একতায় বসবাস কর, কখনো দাম্ভিক হয়ো না। কেননা দাম্ভিকতা মানুষের মাঝে কলহ-বিবাদ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। একে-অপরের সাথে একাত্ম হয়ে খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন ও গঠনে সহায়তা করাকেই কাথলিক মণ্ডলী উৎসাহিত করে আসছে।

একতা এক ধরণের শক্তি যা ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে। যেখানে অনৈক্য, সেখানে কখনও শান্তি আনয়ন করা সম্ভব নয়। স্বাধীন বাংলাদেশ এদেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফসল। একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রতিফলন আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকলকে দল এবং সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করে। খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি অনুসারে একত্রে বিভিন্ন উৎসব ও পার্বনসমূহ উদ্‌যাপন করা হয় যা পরিবার ছাড়াও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সাথে আনন্দ সহভাগিতা ও সহযোগিতার মনোভাব তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রাখে। বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী সমাজে অনৈক্য ও অমিলের কারণে মানুষে-মানুষে বিভেদ ও সম্পর্কে ফাটল ধরছে। যা সমাজের একজনকে আরেকজন কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেককে দুর্বল করে দিচ্ছে। আর সে দুর্বলতার কারণেই পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রত্যাশিত ফল আসছে না। কাজেই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সাথে একতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কেননা একতার সম্পর্ক গড়া ও চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা খ্রিস্টীয় রীতি ও খ্রিস্টের শিক্ষাকে অনেকের কাছে তুলে ধরতে পারবো। আর একতার চর্চাটা পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে।

প্রত্যেক পরিবারের মধ্যমণি শিশুরা ঐক্যতানিক অর্থাৎ তারা যা করে তা একসাথে করে। শিশুকালে কোনকিছু একসাথে করা সম্ভব হলে পরবর্তীতেও একতায় পথ চলা সম্ভব। কিন্তু অনেক পিতামাতা ও অভিভাবকেরা সমাজের মূলধারা থেকে তাদের শিশুদের বিচ্ছিন্ন করে সর্বোত্তম করে গড়ে তুলতে গিয়ে শিশুকে স্বার্থপর, ভোগী, অসহযোগী ও অমানবিক করে তুলেন। পরবর্তী সময়ে এ শিশুরা বড় হয়ে পরিবারে অনৈক্য ও ভাগাভাগি আনে এবং তারা যদি সমাজে নেতা হয় তাহলে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি শুরু করবে। তাই একতা গড়ে তুলতে পরিবারের পিতামাতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি বড় সম্পদ ঐক্য। তাইতো নিজেদের মধ্যকার ঐক্য বৃদ্ধি করতে প্রতিবছর ১৮-২৫ জানুয়ারি খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহের মূলভাব নেওয়া হয়েছে আন্তরিকতা। শিশু গঠন থেকে বিশ্বাস গঠন ও জাতি গঠনে আন্তরিক হই। একসাথে ভাল কাজ করে সমাজ, মণ্ডলী ও জাতির উন্নয়নে সকলেই অবদান রাখতে একতাবদ্ধ হই। ✝

মঙ্গলবাণী

"পরদিন তিনি যিশুকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! তাঁরই সম্বন্ধে বলেছিলাম: আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগেও ছিলেন।" - (যোহন ১:২৯-৩০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!! ভর্তি চলছে!!!

নিজস্ব ক্যাম্পাস

সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বর্তমানে প্লে থেকে নার্সারী পর্যন্ত ভর্তি চলছে

মনোরম পরিবেশে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রতি বছর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মশালা আয়োজন

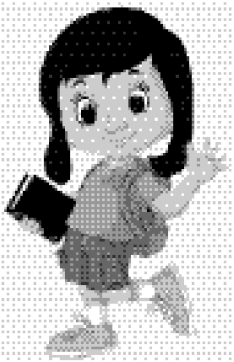

বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

শিক্ষা সফরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন এর ব্যবস্থা করা

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল (নারায়ণগঞ্জ শাখা)

মুরাদপুর, মদনপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ (মুরাদপুর তিতাস গ্যাস সংলগ্ন)

+৮৮০১৮৫৪০০৩৮৯৩, ০১৯৬৭৮৭৭১২৭০

বিপ/২০/২০

Employment Opportunity

World Concern is a US-based Christian global disaster response and sustainable community development agency. It has been extending opportunities to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 6 million people in 15 countries, focusing on clean water and health, child protection, disaster response, economic empowerment, and spiritual transformation. World Concern International is searching for an energetic, experienced & potential Country Director for its Country Office at Dhaka in Bangladesh. Below is the link to our Country Director of Bangladesh requisition through jobvite. Please apply through online after visiting the link for job competencies and job specifications for the **'Country Director'** position of World Concern Bangladesh:

http://jobs.jobvite.com/careers/cristaministries/job/ofaIbfw2?__jvst=Internal&__jvsd=soQfjhwy&__jvsc=email&mid=nVR6QUw7

The application should be submitted through online as link given and the last date for this position will be on **24th January 2020.** Please be informed that hard copy of application will not be accepted in Bangladesh office.

বিপ/১৮/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৯ জানুয়ারি, রবিবার
ইসাইয়া ৪৯: ৩, ৫-৬, সাম ৪০: ১, ৩, ৬-৯, ১ করি ১: ১-৩, যোহন ১: ২৯-৩৪

২০ জানুয়ারি, সোমবার
সাধু ফেবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর, সাধু সেবাষ্টিয়ান, সাক্ষ্যমর
১ সামুয়েল ১৫: ১৬-২৩, সাম ৫০: ৭-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মার্ক ২: ১৮-২২

২১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
১ সামুয়েল ১৬: ১-১৩ক, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৬-২৭, মার্ক ২: ২৩-২৮

২২ জানুয়ারি, বুধবার
সাধু ভিনসেন্ট, ডিকন ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
১ সামুয়েল ১৭: ৩২-৩৩, ৩৭, ৪০-৫১, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, মার্ক ৩: ১-৬

২৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
১ সামুয়েল ১৮: ৬-৯, ১৯: ১-৭, সাম ৫৬: ১-২, ৮কখ, ৯-১৩, মার্ক ৩: ৭-১২

২৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
১ সামুয়েল ২৪: ৩-২১, গাম ৫৭: ১-৩, ৫, ১০, মার্ক ৩: ১৩-১৯

২৫ জানুয়ারি, শনিবার
পর্বদিনের খ্রীষ্টযাগ, মহিমাস্তোত্র, প্রেরিতদূতদের ধন্যবাদিকা স্তুতি
শিষ্যচরিত ২২: ৩-১৬ অথবা শিষ্যচরিত ৯: ১-২২, সাম ১১৭: ১-২,মার্ক ১৬: ১৫-১৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৪৮ সিস্টার মেরী হেলেন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লিওনার্ডো স্কালেট এসএক্স (খুলনা)

২০ জানুয়ারি, সোমবার
+ ২০০৪ ফাদার কমল আই ডি' কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সিস্টার আরতি সিসিলিয়া গমেজ সিআইসি

২১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর স্মরণ দিবস
+ ১৯৯৪ ফাদার জেমস সলমন (ঢাকা)

২২ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯০৬ ফাদার পারিদে বেরতোলদি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ সিস্টার তেরেসা মারি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফাদার ডমিনিকো বেল্লো এসএক্স (খুলনা)

২৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫০ সিস্টার এম. কাথবার্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার লুইজি বিগোনি, পিমে (দিনাজপুর)

২৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৭৬ সিস্টার এডেলট্রুডো আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফাদার রিনালদো বের্নার্কি এসএক্স (খুলনা)

২৫ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৮৭২ ফাদার লুইস মারী লুসিয়া সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার লুসিয়েন গোপিল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এসএমআরএ (ঢাকা)

ঢাকার রাজপথে অসহায় নারীরা

বর্তমানে রাজধানী ঢাকার রাজপথে নারীরা কতটুকু নিরাপদ? তারা কি কখনো নিরাপদ ছিলো আদৌ এসকল প্রশ্ন সকলে মনে নিয়ে ঘুরছে। একজন নারী এতটাই অসহায় যে তারা ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতির ভয়ে একা যাতায়াত করতে পারেনা, বাস, রিক্সা, সিএনজি কোন যানবাহনই বর্তমানে নিরাপদ নয়, সম্প্রতি আসা উবার সার্ভিস, পাঠাও সার্ভিসগুলোও মেয়েদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া নারী অপহরণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের খবর প্রতিদিনই পত্রিকার শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী আমাদের সমাজের কর্মজীবি নারীরা। কারণ অনেকেই কাজ শেষে রাতে বাসায় ফেরেন এবং বখাটেদের দ্বারা উত্যক্ত, ছিনতাই ও ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকেন, যা ঢাকার রাস্তায় অতি সাধারণ এক ব্যাপার। একজন মেয়ে যখন একা থাকেন সে কিছুই করতে পারেন না কারণ সে নারী, এই হল আমাদের সমাজব্যবস্থা।

ঢাকা শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে কতজনইবা উদ্বিগ্ন! মেয়েরা কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও দায়ী কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা নয়। সমাজের অনেকেই নারীদেরকেই দায়ী করেন। অথচ ৯০ শতাংশ মেয়েরাই বিপদে পড়ছে পুরুষ জনিত ঘটনার কারণে, এসিড নিক্ষেপ, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, গর্ভবতী মহিলা, শিশু বাচ্চারাও রেহাই পাচ্ছে না এই নিপীড়ন থেকে। এছাড়াও ব্যাগ ছিনতাই, স্বর্ণের অলঙ্কার ছিনতাই এর কবলে পড়ে নারীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাসের মধ্যে মেয়েদের হয়রানি তো নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত ভিড় ঠেলে বাসে ওঠাটা মেয়েদের জন্য ঝুঁকিপুর্ণতো বটেই। এছাড়াও নারীদের বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাসের ভিতর। বাসের অনেক সহযাত্রীই নারীদের প্রতি কোন শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেন না। বরং কেউ-কেউ ঘুমের ভান করে গায়ের উপর এলিয়ে পড়েন, কেউ বা শরীরে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে যতটুকু সুযোগ নেওয়া সম্ভব তারা তাই করে থাকেন। গুটিকয়েক মানুষ আছেন যারা বিকৃত রুচিসম্পন্ন। কিন্তু তারা এতই সরব যে অন্যদের ভালো কাজগুলোর আড়ালে তাদের খারাপ কাজগুলো ঢাকা পড়ে যায়।

বড় কোন ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে মাঝে মাঝেই বেশ শোরগোল দেখা যায় স্যোশাল মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু হতাশার বিষয় হলো, এসব থেকে কোন কার্যকরী সমাধান বেরুচ্ছে না। কিছুদিন স্যোশাল মিডিয়ায় আবেগী কিছু স্ট্যাটাস ভাইরাল হওয়ার পর সেটিও ধামাচাপা পড়ে যায় নতুন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আড়ালে। ঢাকা শহরের মত স্থানে কম-বেশি সকল মেয়েরাই ইভটিজিং-এর শিকার হয় কিন্তু এর স্থায়ী কোন সমাধান আজও হয়নি। বিষয়টা এখন অতি তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঢাকায় বসবাসরত জনসাধারণের কাছে।

স্কুলের সামনে, বাসস্ট্যাণ্ডে, বাজার, বিদ্যালয়, হাসপাতাল নানা জায়গায় নারীরা ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে। ইভটিজিং এখন খুব সাধারণ একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছে। আমরাও যেন এর সাথে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেউ বাজে কিছু বললে কিছু না বলে দ্রুত হেঁটে চলে আসতে হয়। আসলে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না ঘটলে এ সমস্যার সমাধান কখনই হবে না।

সাহসী নারীদের হতে চায় তাদেরকে বখাটেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বখাটেদের উৎপাত বন্ধ করে, মেয়েদের চলাচলের রাস্তা নিরাপদ করা না হলে, দিনের পর দিন এভাবেই চলতে হবে এবং পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে, সবার আগে নারীদের জন্য দরকার নিরাপত্তা তারপর দরকার নিরাপদ পথ।

ঢাকার রাজপথে নারীদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। বর্তমানে মেয়েদের একা চলাচল করা এবং জীবনবাজি রেখে চলা একই কথা। নারীদের এই দুরাবস্থা শুধু ঢাকা শহরে নয় বরং সারা দেশের নারীরা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে। তাছাড়া, দেশের দুর্বল বিচারব্যবস্থার ফলে ভুক্তভোগী নারীরা নির্যাতনের সুষ্ঠু বিচার পাচ্ছে না। যার ফলে ভুক্তভোগীর অনেকে অকালেই প্রাণ হারাচ্ছে। প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেও বিশেষ কোন লাভ বা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। জনগণ এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিচার চায়। আর কত বাবা-মায়ের বুক খালি হলে এবং আর কত প্রাণ ঝরে গেলে সমাজের ব্যাক্তিদের টনক নড়বে? দেশ ও জাতির কাছে এই প্রশ্নেরই উত্তরটিই শুধু কাম্য।

মুগ্ধময়ী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ফাদার কেরুবিম বাকলা

সাধারণকালের ২য় রবিবার

১ম পাঠ : ইসাইয়া ৪৯:৩, ৫-৬
২য় পাঠ : ১ করিন্থীয় ১:১-৩
মঙ্গলসমাচার: যোহন ১:২৯-৩৪

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ভাই-বোনেরা, সবে মাত্র আমরা আমাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলো অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মবার্ষিকী- বড়দিন, আত্মপ্রকাশ এবং দীক্ষাস্নান পর্বসমূহ উদ্‌যাপন সমাপ্ত করে সাধারণকালে প্রবেশ করেছি। এই সময়কে সাধারণকাল বলা হলেও পিতা ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনার ইতিহাসে কিন্তু এই কালের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, আমাদের প্রতি এই কালের আহ্বানের প্রধান বিষয় হচ্ছে- পর্বগুলোর শিক্ষা, প্রেরণা, আদর্শ এবং নির্দেশনা আমরা প্রত্যেক দীক্ষিত মানুষ যেন নিজ জীবনে গ্রহণ করে বিশ্বস্ত ও কার্যকরভাবে তা পূর্ণ করি। পর্বসমূহের পাঠগুলোতে আমরা দেখি যে, পিতার মুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি যাদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের তিনি বিশেষ উপাধি দিয়েছিলেন। যেমন:- প্রবক্তা ইসাইয়ার কাছে ঈশ্বর যিশুকে 'আমার সেবক', 'আমার পালিতজন', 'আমার মনোনীতজন', কুমারী মারীয়ার কাছে যিশুর নাম 'ইম্মানুয়েল' এবং দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের মাধ্যমে তাঁর নাম 'ঈশ্বরের মেষশাবক', 'বিশ্বপাপহর' এবং স্বয়ং ঈশ্বর নিজেই তাঁকে 'আমার প্রিয় পুত্র' ও 'আমার সেবক' দেন। এই সব নাম দিয়ে পিতা ঈশ্বর সত্যি যে তিনি যে প্রেমময়, দয়ালু, ধৈর্যশীল, নিরপেক্ষ, উদার এবং সবার মুক্তির জন্যই তিনি যে পরাৎপর ঈশ্বর তা প্রকাশ করেন। প্রথম যুগে তিনি যদিও প্রবক্তা, রাজা ও তার মনোনীতদের এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন আজ কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁর পুত্র যিশুতে দীক্ষিত আমরা সকলে নিজ জীবনে চর্চা, প্রচার, কার্যকর এবং পূর্ণ করার দায়িত্বভার পেয়েছি।

"লুকানো এমন কিছু নাই যা জানা যাবে না, গোপন কিছু নাই যা প্রকাশ পাবে না" যিশুর এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁরই পিতা ঈশ্বরের পরিচয় প্রকাশ ঘটানোর বিষয়ও বুঝিয়েছেন। আমরা যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে বিশেষ করে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রিয়জনদের যে উপহার দিয়ে থাকি সেটি কত সুন্দর রঙিন কাগজে মুড়িয়ে দিয়ে থাকি। আর প্রাপ্ত ব্যক্তি আমরাও কত না আনন্দিত হই এবং কৌতুহলী হয়ে কত ছট-ফট করি, কখন মোড়ক খুলে সুন্দর, মূল্যবান বা ভালবাসার উপহারটি দু'চোখ ভরে দেখবো! মোড়ক উন্মোচন করে যখন আসল উপহারটি দেখি তখন দানকারীকে কতভাবে না কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিয়ে থাকি। মোড়ক উম্মোচন করে দেখার পরেই কিন্তু দানকারীকে প্রকৃত বন্ধু, 'কোমরেড', দোস্ত ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে তার প্রশংসা করি। কারণ, ভালবাসার সত্য কারণটি উপহারটি দেখার পরই স্পষ্ট হয়। আমরা বিভিন্ন জাতির, কৃষ্টির ও ধর্মের মানুষ আজ এক ঈশ্বরকে কত ঈশ্বরে বিভক্ত করে ভুলভাবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করি যার ফলে মিলন-শান্তি ও সম্প্রীতির না হয়ে দ্বন্দ্বেরও কারণ সৃষ্টি করে চলেছি! সেইজন্য ঈশ্বর বিষয়ে সঠিক শিক্ষা পবিত্র বাইবেল থেকে নিয়ে তা সর্ব জাতির মানুষের কাছে প্রচারের মাধ্যমে সত্য ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় পৌঁছে দিয়ে তাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই হলো আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

প্রথম যুগে ঈশ্বর প্রবক্তাদের মাধ্যমে নিজ বিষয় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, সময়ের পূর্ণতায় তিনি তাঁর নিজ পুত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তাই, ত্রি-ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বিষয়ে আমাদের বলা আবশ্যক যে, কীভাবে ঈশ্বর নিজে প্রকাশিত হয়েছেন। **প্রথমত:** যিশু ভিন ধর্মের তিন জ্যোর্তিবিদদের কাছে, **দ্বিতীয়ত:** জর্ডন নদী এলাকায় ইহুদীদের কাছে এবং **তৃতীয়ত:** কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে পিতার মহিমা প্রকাশ করেছেন। অতঃপর, ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরও তিনভাবে প্রকাশিত হন- **প্রথমত:** পিতার কণ্ঠে স্বর্গীয়বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে, **দ্বিতীয়ত:** কপোতের ন্যায় পবিত্র আত্মার অবতরণের মাধ্যমে এবং **তৃতীয়ত:** পুত্রের দ্বারা মুক্তির পরিকল্পনা যথার্থভাবে পূর্ণতা লাভ করবে জেনে পিতা ঈশ্বর ও আত্মা ঈশ্বর একত্বে পুত্রের উপর পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে। আর সর্বোপরি দীক্ষাদাতা সাধু যোহনের যিশুকে বিশ্বপাপহররূপে চিনতে পেরে এবং তাঁর পরিচয় অন্যের কাছে প্রকাশের মাধ্যমে আজ দীক্ষিত আমাদের সবার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, এই পিতা ঈশ্বরের পরিচয় প্রদানের জন্য আমরা যেন মঙ্গলবাণী প্রচারকাজ চলমান রাখি এবং শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

ইতিহাস থেকে ঐশবাণী প্রচারের দায়িত্ব আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন-রোমীয় সমাজে প্রচলিত ছিল যে, ছেলে মানুষ যুবা-জীবনে প্রবেশ করলে তাকে বিশেষ পোষাক পরিয়ে দিয়ে বোঝানো হত যে, সমাজের জন্য কিছু করা দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার হয়েছে। হিন্দু সমাজে যুবাদের পবিত্র বন্ধনী পরিয়ে দিয়ে একই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন বিষয় সচেতন করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আর আমাদের খ্রিস্টধর্মে আরও গভীর এবং অর্থপূর্ণভাবে দিতে দীক্ষাস্নানে প্রার্থীকে শুভ্রবস্ত্র পরিয়ে দিয়ে স্বয়ং যিশু খ্রিস্টকে পরিধান করানো হয়। যাতে সে তার সমস্ত মন, প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে তথা সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার করে।

আধুনিক যুগে বিভিন্ন রকমারী পোষাক-পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের অনেক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু খ্রিস্টরূপী-বস্ত্র পরিধানকারীর যে সৌন্দর্যের উর্ধ্বে যেতে পারে না। তাই, সাধু-সাধ্বীদের পবিত্র জীবন-যাপন এবং সর্বমানবের প্রতি কল্যাণজনক সেবাকাজ সম্পাদনে তাঁরা মুক্তিদাতার প্রকৃত পরিচয় ও আদর্শই দেখিয়ে গেছেন। সাধু পল তাই করিন্থীয়বাসীদের বলছেন, "খ্রিস্ট যিশুর সঙ্গে তোমরা মিলিত বলে তোমরা পরমেশ্বরের কাছে নিবেদিত মানুষ'। 'যারা প্রভু যিশুর নাম সর্বত্রই স্মরণ করে তারা সকলে প্রভু যিশু খ্রিস্টের এবং তিনি সকলের প্রভু।" এই প্রভুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বা অংশী হিসেবে সকলেই কিন্তু প্রভুর দেহরূপ মণ্ডলী গড়ার কাজে আমরা ব্রতী দীক্ষাস্নানের গুণেই। কিন্তু বাস্তবে সমাজে ও মণ্ডলীতে যা লক্ষিত হয় তা সত্যিই দুঃখজনক। যেমন- একটি গ্রামের গ্রামবাসীরা তাদের পানীয় জলের জন্য একটি গভীর কুয়ো খনন করেছিল। চাহিদা মোতাবেক তারা উক্ত কুয়ো থেকে পানীয় জল সরবরাহ করতো। এক গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের কুয়ো শুকিয়ে যাওয়ায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরাও উক্ত কুয়োর শরণাপন্ন হয়। সেই কুয়োতে একদিন একটি লোক পড়ে যায় এবং উদ্ধার পাবার চেষ্টায় সাহায্যের জন্য চিৎকার করে। চিৎকার শুনে একটি লোক এগিয়ে এসে কুয়োতে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখেই তার মনে পড়ে যায় তার সাথে সংঘটিত পূর্বের বিবাদের কথা। তাই, তাকে উদ্ধার করার পদক্ষেপ না নিয়ে বরং ' জীবন শুধু সুখের নয় অনেক কষ্টেরও' বলে চলে যায়। পরে দ্বিতীয়জন কুয়োর কাছে আসতেই চিৎকার শুনতে পায় এবং কুয়োর কাছে যেতেই কুয়োতে পড়ে থাকা লোকটিকে দেখতে পায়। লোকটি তখন বিনয়ের সাথে তাকে কুয়ো থেকে তোলার আবেদন করলে লোকটি বলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তবে, তুমি যদি লাফাতে পার তবে আমি তোমাকে ধরে নেব। কিন্তু কুয়োতে পড়ে যাওয়ায় লোকটি পায়ে আঘাতজনিত কারণে লাফাতে অপারগ হয়। তখন লোকটি তাকে সাহায্য না করে চলে যায়। এবার তৃতীয়জন একইভাবে কুয়োর কাছে আসতেই কান্না শুনে করুণাবিষ্ট হয়ে কাছে যায় এবং গিয়ে দেখে কুয়োতে লোকটি পড়ে গিয়ে আতঙ্কে ও কষ্টে অবসন্ন

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ: ১৮-২৫ জানুয়ারি) উপলক্ষে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভা

মূলসুর : আন্তরিকতা

সমবেত হওয়া

প্রারম্ভিক গান : নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে *(গীতাবলী গান নং ২২)*

গান চলাকালে বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রধানগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভার নির্ধারিত স্থানে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করেন। তাদের সামনে থাকবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে পবিত্র বাইবেল বহনকারী একজন; এমনভাবে পবিত্র বাইবেলটি বহন করবেন যেন সকলে দেখতে পায়। উপাসকভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে এক বিশেষ স্থানে পবিত্র বাইবেল-গ্রন্থটি স্থাপন করা হয়।

স্বাগত সম্ভাষণ

পরিচালক: প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তা আপনাদের মধ্যে বিরাজ করুন।

সকলে : আপনার মধ্যেও বিরাজ করুন।

পরিচালক: শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের ভাই-বোনেরা,

বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে যেন ঐক্য সাধিত হয়, বিশ্বের সবার মধ্যে যেন পুনর্মিলন ঘটে, সেই জন্যে প্রার্থনা করার উদ্দেশে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। বহু যুগ ধরেই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মাঝে চলে আসছে ভাগাভাগি, দলাদলি। এটি খুবই দুঃখজনক ও ব্যথাময় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী। আমরা প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাসী। গোটা পৃথিবীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে এক হয়ে আজ আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করি আমরা যেন এই ভাগাভাগি, বিভেদ-বিচ্ছেদকে জয় ক'রে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সাধন করতে পারি।

মাল্টা দ্বীপে অবস্থানরত বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীর ভাইবোনেরা এবারের ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু প্রস্তুত করেছেন। সেই প্রৈরিতিক যুগের সময় থেকেই শুরু এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস। ঐতিহ্য অনুসারে, প্রেরিতদূত পল, যিনি বিজাতীদের কাছে একজন বাণী প্রচারক, তিনি মঙ্গলবাণী প্রচার করতে করতে ৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মাল্টা দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন। বাইবেলীয় এই স্থানটি হল বিভিন্ন সভ্যতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মের চৌমাথা বা সংযোগস্থল।

আজকের এবং এই বছরের খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা চলাকালে আমাদের ধ্যান-প্রার্থনার কেন্দ্র হবে : জাহাজডুবি থেকে প্রাণে রক্ষা পাওয়া লোকগুলোর প্রতি সেই দ্বীপবাসীদের বিশেষ আতিথেয়তা প্রদর্শন : "সেখানকার লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুবই আন্তরিক ব্যবহার করল" *(প্রসঙ্গ শিষ্যচরিত ২৮:২)*। আজ আমরা যখন আন্তঃমাণ্ডলিক খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনা করছি, আমাদের একে অন্যের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন যেন আজ এবং গোটা বছর চলমান থাকে।

পবিত্র আত্মাকে আহবান

পরিচালক: হে পবিত্র আত্মা, হে প্রেমের আত্মা, তুমি এই সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উপর নেমে আস ও আমাদের মাঝে বাস কর।

সকলে : পবিত্র আত্মা, এসো এসো তুমি

পরিচালক: হে ঐক্য বিধায়ক আত্মা, আমাদের ঐক্যের পথ দেখাও

সকলে : পবিত্র আত্মা, এসো এসো তুমি

পরিচালক: আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার আত্মা, আমাদের আন্তরিক হতে শিক্ষা দাও।

সকলে : পবিত্র আত্মা, এসো এসো তুমি

পরিচালক: সহানুভূতির আত্মা, যাদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করি তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব আমাদের অন্তর গহনে জাগ্রত কর

সকলে : পবিত্র আত্মা, এসো এসো তুমি

পরিচালক : প্রত্যাশার আত্মা, আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য প্রচেষ্টার যাত্রাপথে সকল বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত রাখো

সকলে : পবিত্র আত্মা, এসো এসো তুমি

ক্ষমা ভিক্ষা ও পুনর্মিলন প্রার্থনা

পরিচালক : বিভিন্ন মণ্ডলী ও ঐতিহ্যে'র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, অবিশ্বাস ও অপকর্মগুলোর জন্য হে প্রভু তুমি আমাদের ক্ষমা কর

সকলে : হে প্রভু, দয়া কর

পরিচালক: হে প্রভু, তুমিই সত্যিকারের আলো। আমরা কিন্তু আলোর পথ অন্বেষণ করার চাইতে অন্ধকারের পথে থেকেছি। হে প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর।

সকলে : হে প্রভু দয়া কর

পরিচালক: আমাদের আছে বিশ্বাসের ঘাটতি এবং প্রকৃত আশা-ভরসার মানুষ হতে আমাদের ব্যর্থতার জন্য হে প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর।

সকলে : হে প্রভু, দয়া কর

পরিচালক: অপরের ব্যথা-বেদনা, কষ্ট ও দুর্ভাবনার কারণ হয়েছি। হে প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর।

সকলে : হে প্রভু দয়া কর

পরিচালক: সকলের প্রতি, বিশেষভাবে যারা প্রবাসী ও শরণার্থী, তাদের প্রতি আন্তরিক ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি অতিথিবৎসল হওয়ার পরিবর্তে আমরা নিজেদেরকে আলাদা করে রেখেছি ও থেকেছি তাদের প্রতি উদাসীন। হে প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর।

সকলে : হে প্রভু, দয়া কর

পরিচালক: সদাপ্রভু দয়াময় ও করুণানিধান, সহজে ক্রুদ্ধ নন তিনি, মহাকৃপাশীল তিনি ; এই ধরণীর উর্ধ্বে যতখানি উন্নত আকাশ, ভক্তজনের প্রতি ততই অপার তাঁর দয়া! যতখানি দূরবর্তী পূর্বাচল থেকে অস্তাচল, আমাদের দুষ্কর্মের সব বোঝা তত দূরে ফেলে দেন তিনি। *(সামসঙ্গীত ১০৩:৮, ১১-১২)*।

সকলে : আমেন।

ধন্যবাদগীতি : তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা করি

তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী শ্রবণ ---

পরিচালক: স্বর্গে বিরাজমান হে পিতা, তোমার বাণী শ্রবণের জন্য আমাদের হৃদয় মন উন্মুক্ত কর

সকলে : তোমার বাণী আত্মা ও জীবন

পরিচালক: ঐক্য ও প্রেমে একে অন্যের আরো কাছে এসে বেড়ে উঠতে তুমি আমাদের পরিচালনা কর।

সকলে : তোমার বাণী আমাদের চলার পথের প্রদীপ

ঐশবাণী পাঠ শিষ্যচরিত ২৭:১৮-২৮:১০

পাঠ শেষে : এই হল প্রভুর বাণী

সকলে : ঈশ্বর যিনি মুক্ত ও সুস্থ করেন তাঁর জয় হউক।

সামসঙ্গীত ১০৭:৮-৯,১৯,২২, ২৮-৩২ (আবৃত্তি অথবা সুর করে)

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

ভগবানের করুণার কথা ভেবে,

মানবজাতির হিতের জন্যে তাঁর অপরূপ কর্মকীর্তি স্মরণে

সকলেই তাঁকে জানাক ধন্যবাদ!

তিনি তো নিত্য তৃপ্ত করেন তৃষ্ণাতুরের প্রাণ,

পরম দানেই ভরিয়ে তোলেন ক্ষুধিতের অন্তর!

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

কঠিন বিপদে ভগবানকেই তখন ডাকল তারা;

সেই ক্লেশ থেকে তাদের তিনি তো বিমুক্ত করলেন;

নিজের বাণীকে দূত ক'রে তিনি সেদিন তাদের নিরাময় করলেন;

তিনি তো তাদের প্রাণ বাঁচালেন মৃত্যুর হাত থেকে।

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

ভগবানের করুণার কথা ভেবে,

মানবজাতির হিতের জন্যে তাঁর অপরূপ কর্মকীর্তি স্মরণে

সকলেই তাঁকে জানাক ধন্যবাদ। তারা নিবেদন করুক স্তুতির অর্ঘ্য;

আনন্দগানে বলে যাক তারা তাঁর সেই শত মহাকীর্তির কথা!

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

কঠিন বিপদে ভগবানকেই ডাকল তারা;

সেই ক্লেশ থেকে তাদের তিনি তো রক্ষাই করলেন।

ঝড়ো বাতাসকে করলেন তিনি মন্থর সমীরণ;

স্তব্ধই হল সাগরের যত ঢেউ।

তখন শান্তি ফিরে এল দেখে পুলকিত হল তারা ;

তাদের তিনি তো নিয়ে চললেন অভীষ্ট বন্দরে।

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

ভগবানের করুণার কথা ভেবে,

মানব জাতির হিতের জন্যে তাঁর অপরূপ কর্মকীর্তির স্মরণে

সকলেই তাঁকে জানাক ধন্যবাদ।

জনসমাবেশে তাঁর গৌরব গেয়েই চলুক তারা;

প্রবীণ-সভায় তাঁর বন্দনা গেয়েই চলুক তারা।

ধুয়ো : সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ থেকে প্রভুই আমাদের করেছেন উদ্ধার

বাণী বন্দনা : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া আল্লেলুইয়া

মঙ্গলসমাচার মার্ক ১৬:১৪-২০

পাঠ শেষে : এই হল প্রভুর বাণী

সকলে : প্রভুর জয় হউক।

সংক্ষিপ্ত ধর্মোপদেশ

গান : প্রেম যে চির মধুর যেখানে ভালবাসা
আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়ো

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র অথবা প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র

পরিচালক: প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রভু যিশুখ্রিস্টে আমরা একতাবদ্ধ। আসুন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের ওপর আমাদের সর্বজনীন বিশ্বাস ঘোষণা করি:

সকলে : পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় দৃশ্য-অদৃশ্যের বিশ্বকর্তা।

স্বর্গ-মর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান জনকেশ্বর। বিশ্বাস করি

এক প্রভু যিশুখ্রিস্ট, পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র। বিশ্বাস করি।

সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে তিনি জাত। বিশ্বাস করি।

পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, দ্যুতি থেকে দ্যুতি

সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর। বিশ্বাস করি।

তিনি জাত সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন স্বরূপ ; বিশ্বাস করি।

তাঁর দ্বারা সর্ব সৃষ্টি হল সৃষ্ট। বিশ্বাস করি।

নিখিল মানবের জন্য, আমাদের নিস্তারের উদ্দেশে স্বর্গ

হতে অবরোহন করলেন। বিশ্বাস করি।

পবিত্রাত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ

করে মানুষ হয়ে জন্মালেন। বিশ্বাস করি।

পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য ক্রুশার্পিত হলেন। বিশ্বাস করি।

যাতনাভোগ ক'রে সমাধিস্থ হলেন। বিশ্বাস করি।

শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করে স্বর্গে

আরোহন করলেন। বিশ্বাস করি।

জনকেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁর সিংহাসন। বিশ্বাস করি।

জীবিত ও মৃতদের বিচারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রতাপে

পুনরাগমন করবেন, অশেষ তাঁর রাজত্ব। বিশ্বাস করি।

পিতা ও পুত্রের সম্ভূত জীবনদায়ক পরম প্রভু, আত্মা পরমেশ্বর। বিশ্বাস করি।

পিতা ও পুত্রের সমতুল্য স্তুতির আধার, আরাধনার ভাজন তিনি। বিশ্বাস করি।

মহর্ষিদের মুখে প্রত্যাদেশ করেছেন। বিশ্বাস করি।

একমাত্র পবিত্রতম সর্বজনীন প্রৈরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলী। বিশ্বাস করি।

পাপমোচনের জন্য একমাত্র দীক্ষাস্নান। বিশ্বাস করি।

মৃতদের পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় শাশ্বত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস করি।

আমেন।

সর্বজনীন প্রার্থনা

(সর্বজনীন প্রার্থনার সময় আটটি বৈঠা (বা বৈঠার মতই একটি মডেল) বিভিন্ন মণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা ভক্তজনগণের মাঝে আনা হয়। প্রত্যেক বৈঠা বা মডেলের মধ্যে একটি করে শব্দ লেখা থাকবে: পুনর্মিলন, আলোকসম্পাত, প্রত্যাশা, বিশ্বাস, আস্থা, শক্তি, আতিথেয়তা, মন পরিবর্তন ও উদারতা। প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য প্রার্থনা শুরু করার আগে সামনে এসে চিত্রে বৈঠা-মডেলটি উঁচু করে তুলে ধরা হবে; এরপর নৌকো প্রতীকের কাছে উপস্থাপন করে ক্ষণিক নীরব প্রার্থনা। এরপর একজন পাঠক উদ্দেশ্য প্রার্থনা উচ্চারণ করবে এবং সবাই একসঙ্গে উত্তর দিবে।)

পরিচালক : আমরা একা আমাদের জীবনের ঝড়-ঝাপটা সামলাতে পারিনা। যখন সবাই একসঙ্গে বাইতে থাকে, তখনই নৌকাটি সামনের দিকে চলতে থাকে। জীবনের কঠিন বাস্তবতার সামনে আমরা একসঙ্গে জীবন-তরীর বৈইঠা বাওয়ার ও আমাদের সমবেত প্রচেষ্টাকে একত্রিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আসুন প্রার্থনা করি।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর, অতীতের ব্যথা-বেদনার স্মৃতি যা আমাদের মণ্ডলীগুলোকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে এবং আমাদের পৃথক করেই রাখছে, তা থেকে আমাদের সুস্থ কর।

সকলে : হে প্রভু, পুনর্মিলনের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর, প্রকৃত আলো প্রভু যিশু খ্রিস্টের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে তুমি আমাদের শেখাও ।

সকলে : হে প্রভু, আলোর জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর , জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার দ্বারা আমরা যখন দিশেহারা হয়ে যাই, তখন তুমি আমাদের তোমার ওপর আস্থা সুদৃঢ় কর।

সকলে : হে প্রভু, আশা-ভরসার জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : হে দয়াময় পরমেশ্বর, আমাদের সকল প্রকার ভেদ-বিভেদকে সম্প্রীতিতে এবং আমাদের সকল প্রকার অবিশ্বাস, অনাস্থাকে পারস্পরিক গ্রহণ-সমর্থনে রূপান্তরিত কর।

সকলে : হে প্রভু, বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর, প্রেম-ভালবাসায় ন্যায্যতা নিয়ে সত্য বলতে আমাদের সাহস দান কর।

সকলে : হে প্রভু, শক্তি-সাহসের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর, যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা আমাদের ভাইবোনদের, বিশেষত যারা বিপদগ্রস্ত বা যারা অভাবী তাদের প্রতি আন্তরিক হতে আমাদের বাধাগ্রস্ত করে, তা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

সকলে : হে প্রভু, আন্তরিক হওয়ার জন্য আমাদের এই প্রার্থনা শোন।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর, আমাদের এবং আমাদের মণ্ডলীগুলোর হৃদয় পরিবর্তন কর যেন আমরা তোমার নিরাময়-কর্মের মাধ্যম হয়ে ওঠি।

সকলে : হে প্রভু, পরিবর্তনের জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পাঠক : দয়াময় পরমেশ্বর , তোমার দান এই অপরূপ সৃষ্টির প্রতি অবলোকন করতে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত কর এবং বন্ধন মুক্ত কর আমাদের দু'টো হাত আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে এর ফল ভোগ করতে পারি।

সকলে : হে প্রভু, উদারতার জন্য আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

প্রভুর প্রার্থনা

যে প্রার্থনাটি যিশু আমাদের শিখিয়েছেন, আসুন খ্রিস্টে যিশুতে এক হয়ে, সেই একই প্রার্থনায় আমরা প্রার্থনা করি:

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'
তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
আমাদের দৈনিক অন্ন অদ্য আমাদিগকে দাও;
আমরা যেমন অপরাধীগকে ক্ষমা করি
তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।
আর আমাদিগকে প্রলোভনে পড়িতে দিও না;
কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা কর।
কেননা রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা তোমারই এখন ও যুগে যুগান্তরে।
আমেন।

প্রেরণ : যিশুর মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতেই আমরা প্রেরিত

পরিচালক : খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবেই আমরা একত্রে এখানে সমবেত হয়েছি আর তাই আমরা সবাই যিশুর শিষ্যদল। আমরা যখন খ্রিস্টীয় ঐক্য বন্ধনের জন্য এ-তো উৎসুক, তাই আসুন, আমাদের সবার এই একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে নতুনভাবে নিজেদের নিবেদন করি এবং প্রভুর আশীর্বাদ গ্রহণ করি : (প্রার্থনার জন্য ক্ষণিক নীরবতা)

(উপস্থিত বিভিন্ন মণ্ডলীর পরিচালকগণও আশীর্বাদ প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন)

পরিচালক/পরিচালকবৃন্দ : পিতা পরমেশ্বর যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে আহ্বান করেছেন, তিনি আমাদের ঈশ্বরের আলোক বহনকারী করে তুলুন। **সকলে : আমেন।**

পরিচালক/পরিচালকবৃন্দ : পুত্র পরমেশ্বর, যিনি তাঁর অমূল্য রক্তের গুণে আমাদের উদ্ধার করেছেন, তিনি আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করুন যেন আমরা অপরকে সেবা করার মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি। **সকলে : আমেন।**

পরিচালক/পরিচালকবৃন্দ : পরিত্র আত্মা পরমেশ্বর, যিনি প্রভু ও জীবনদাতা, তিনি জীবনের যাত্রাপথে সকল প্রকার জাহাজডুবি তথা জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা সহ্য করে শাশ্বত মুক্তির ডাঙ্গায় পৌঁছতে আমাদের বলীয়ান করে তুলুন। **সকলে: আমেন।**

পরিচালক/পরিচালকবৃন্দ : সর্বশক্তিমান ও করুণাময় ঈশ্বর + পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা আমাদের আশীর্বাদ করুন ও রক্ষা করুন এখন ও চিরকাল। **সকলে :** আমেন।

সকলে (এক সঙ্গে) : ঈশ্বরপ্রেমের অপূর্ব কাহিনী সবার কাছে ঘোষণা করতেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমেন! অল্লেলুইয়া, আমেন!

সমাপনী গান: - খ্রিস্টের বাণী প্রচারিব মোরা *(গীতাবলী গীতসংখ্যা ৯২)*

- হাতে হাতে হাত ধরে চলরে *(গীতাবলী গীতসংখ্যা ২৬৬)*

একতাই বল, একতায় চল

- ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমাদের শৈশবকালীন সময়ে আমাদের বাড়ির ও আশেপাশের ছেলেমেয়েরা কেজি থেকে প্রাইমারী পর্যন্ত দলবেঁধে স্কুলে ও গির্জায় যেতাম। বয়স ও সাইজে ছোট হলেও পিতামাতাগণ আমাদের নিয়ে কখনো তেমন একটা দুশ্চিন্তা করতেন না। আমরা হারিয়ে যাবো বা আমাদের কেউ ক্ষতি করে দিতে পারে তারা তা বিশ্বাস করতেন না। তারা বিশ্বাস করতেন ওরা দলবেঁধে একসাথে যেমনি গিয়েছে তেমনি একজন আরেকজনকে বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবে। যদি নিজেরা রক্ষা করতে না পারে তাহলে আশেপাশের বড়দের সহায়তা নিয়ে রক্ষা করবে। আমাদের পিতামাতা ও শিক্ষকগণও সর্বদা আমাদেরকে একসাথে চলতে পরামর্শ দিতেন। পিতামাতা ও মুরুব্বীরা উৎসাহ দিতেন আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা যেন একসাথে খেলাধূলা, পড়াশুনা ও প্রার্থনা করে। মাঝে-মাঝে বড়রা একসাথে খেলাধূলা করতেন এবং মুরুব্বীরা একসাথে প্রার্থনাতে অংশ নিতেন। দু'একজন মা তাদের ছেলেদের একসাথে খেলাধূলা করতে ও প্রার্থনায় না ছাড়লে মুরুব্বীগণ ঐ মায়েদের বলতেন, তোমরা নিজেরাই তোমাদের সন্তানদেরকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছ। একসাথে মিলেমিশে খেলাধূলা করে, কখনো ছোটখাট ঝগড়া-ঝাটি করে এবং তা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে ওরা নিজেরা আরো শক্তিশালী হবে। ছোটবেলাতেই আমরা যখন দলবেঁধে চলতাম তখন অন্যগ্রামের ছেলেরা আমাদেরকে ভিন্ন চোখে দেখতো; হয়তো একটু ভয়ও করতো। মনে মনে ভাবতো যদি কোন কারণে ঝগড়া বাঁধে তাহলে বিচ্ছু বাহিনীর মতো সবগুলো ঝাপিয়ে পরে মারামারি করবে। একসাথে চললে অন্যেরা যে সমীহ করে তার কিছুটা ধারণা তখনই জন্মে। কলেজ জীবনে সমবয়সীদের একসাথে চলা যেকোন কিছু করার শক্তি দিত। এককভাবে ছোট কোন কিছু করার জন্যই সাহস পেতাম না কিন্তু একসাথে ভাল-মন্দ যেকোন কিছু নিদ্বিধায় করে ফেলতাম। নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরাও আমাদের ১০-১২ জনের দলটিকে একটু অন্য চোখে দেখতো। কেননা আমাদের মন্দ থেকে ভালো কিছু করার পরিমাণই বেশি ছিল। একসাথে ছিলাম বলেই আমরা তা করতে পেরেছিলাম। একতাই আমাদের শক্তি দিয়েছিল। আমরা চিকন লিকলিকে হলেও আমাদের ঐক্যের ঘাটটা দারুণ শক্ত ছিল। পিতামাতাগণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একতার পথে চলতে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তা পালন করেই বলবান হয়েছিলাম। সময়ের পরিক্রমায় জীবনযুদ্ধে পথ চলতে গিয়ে একতার ঘাটটা আপাত খসে যাওয়ায় আমরা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। উপলব্ধি করেছি একতার মধ্যে না থাকলে, একতায় না চললে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শক্তি বা বলহীন হয়ে যায়।

একজন মানুষের সবল হতে হলে তাকে একতা চর্চা করতে হবে। একতা হলো একটি আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা যার কারণে কোন একটি কাজ বিশেষ উদ্দেশ্য লক্ষ্যপূরণে একসাথে করা হয়ে থাকে। আই একতা হলো একসাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা। মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদা/বৈশিষ্ট্য হলো একতা। একতা ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই একতার বিশেষ মূল্য রয়েছে। তাইতো বিজ্ঞজনেরা প্রবাদ তৈরি করে সমাজকে বলছেন একতাই শক্তি Unity is Strength'। তাই মানব জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো একতা বজায় রাখা। একতার অভাবে সমাজ ও দেশ সমস্যায় পতিত হতে পারে, যেমন - পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। আবার একটি সমাজ ও দেশ উন্নতির চরম শিখরেও পৌঁছতে পারে, যেমন - জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই সফল হতে চাইলে একতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। একতার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে উদাহরণ টেনে বলা হয়, একটি কাঠি আমরা খুব সহজেই ভেঙ্গে ফেলতে পারি কিন্তু একগুচ্ছে একত্রিত কাঠি আমরা ভাঙ্গতে সক্ষম নই। উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের মূলেই ছিল একতা। একতা ছাড়া একটি দেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, উন্নয়নও ঘটাতে পারে না। ঐক্যবদ্ধ হতে হলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে হবে।

খ্রিস্টানদের জন্য ঐক্যের পথে চলা ও একতা চর্চা করা আবশ্যকীয়। কেননা আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসের কেন্দ্রেই রয়েছে একতার ভিত্তি ও আদর্শ ত্রিত্ব ঈশ্বর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। যারা প্রেমময় সম্পর্কে ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরে একতাবদ্ধ। মানুষ পাপ করে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি মানুষ হলেন। পাপ ছাড়া সকল কিছুতে মানুষের সাথে এক হলেন। যাতে করে মানুষ পাপের ক্ষমা পেয়ে ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনস্থাপনকারী ও একতা আননয়নকারী যিশু একতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি। *(মথি ১৮:২০)* অর্থাৎ যিশু মানুষের একতার মধ্যে উপস্থিত। তিনি তাঁর প্রেরণকাজে দেখেছেন মানুষের মধ্যে বিভেদ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ (যা অবশ্য এখনও বিদ্যমান)। এ নেতিবাচক বা মন্দ বাস্তবতার মধ্যেও যিশু একতা প্রত্যাশা করে বলেছেন, আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে। *(যোহন ১৭:২১)* খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান থাকবে তা যিশুর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। তবে তিনি নিশ্চয় জানতেন মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য দ্বন্দ্ব-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে অনৈক্য সৃষ্টি করে নিজেদের দুর্বল করে ফেলবে। তাই সাধু পলের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে সচেতন করে দিচ্ছেন, পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে ঐক্য এনে দিয়েছেন, তোমরা শান্তির বন্ধনেই সেই ঐক্য বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। *(এফেসীয় ৪:৩)*।

একতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। তা অনুশীলন করতে হয়। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা খ্রিস্টীয় ঐক্য আননয় ও বজায় রাখার জন্য সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই জানুয়ারির ১৭-২৫ জানুয়ারি খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ পালন করা হয়। আমাদের বাংলাদেশেও একসময় ঘটা করেই খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ পালন করা হতো; এখনও অনেকটা হচ্ছে। কিন্তু ঐক্য বজায় রাখা তো প্রতিদিনেরই কাজ। এই ঐক্যের জন্য আমাদের প্রতিদিনই প্রার্থনা করতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অনৈক্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে খুব দৃশ্যমান। লজ্জার হলেও সত্য যে, সরকারী কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলেই ফেলেন আপনাদের ৫ লক্ষ খ্রিস্টানদের মধ্যে এত ভাগাভাগি কেন! এত দ্বন্দ্ব- বিভেদ কেন! কেন এতো মামলা-মোকাদ্দমা! আপনারা চাইলেই তো আপনাদের সমস্যাগুলো নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলতে পারেন। সরকারী কর্মকর্তাদের সেই সদোপদেশ বাস্তবায়ন না করা আমাদের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। ঠুনকো কোন কারণে এক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/এসোসিয়েশন ভেঙ্গে নতুন আরেকটা তৈরি করা কিংবা নিজ স্বার্থ ও দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য যেকোন পন্থায় নতুন নেতৃত্ব আসার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে। এবং আমাদের খ্রিস্টান সমাজকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তাই নিজেদের মধ্যে একতা ফিরে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদেরও আরো প্রাবক্তিক ও সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে। ঐক্য যেহেতু পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য দরকার তাই এর পরিচর্যার দিকেও সকলকে নজর দিতে হবে। যাতে করে একতাই আমাদের বল হয়ে ওঠতে পারে॥

খ্রিস্টমণ্ডলীতে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের উদ্ভব

ডোরা ডি' রোজারিও

পুণ্যপিতা সাধু ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার ঘোষণা দিতে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন যেন মণ্ডলীতে আবার একটি পুণ্য পাবন এসে, সমস্ত জীর্ণ জড়তা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, নতুন সতেজতার প্রবাহ আনে। তার প্রার্থনা ছিল, হে প্রভু, আমাদের এই যুগে তোমার মহাকীর্তি নবায়ন কর, যেন নতুন পঞ্চাশত্তমী ঘটে। অনেক প্রজ্ঞাবানেরাই মনে করেন কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল পুণ্যপিতা ত্রয়োবিংশ যোহনের (সাধু) প্রার্থনার ফল: খ্রিস্টমণ্ডলীতে নতুন পঞ্চাশত্তমী।

কারণ, ২০০০ বছরেরও আগে যে পঞ্চাশত্তমী মিশন শুরু হয়েছিল যিশুকে প্রভু ও মুক্তিদাতা বলে ঘোষণার বার্তা, মন পরিবর্তন ও ক্ষমার আহবান *(শিষ্যচরিত ২:৩৭ - ৩৯; মথি ১৮:৩)* - ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল আজ তাই করতে ব্রতী। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি, আমেরিকা ডুকে (Duquesne) ইউনিভার্সিটিতে এর শুরু। ২৫জন শিক্ষার্থী এবং ৩জন অধ্যাপক বার্ষিক নির্জনধ্যান করার জন্য সেখানকার নির্জনধ্যান সেন্টারে (Dove Retreat Centre) একত্রিত হয়েছিলেন। নির্জন ধ্যানের প্রস্তুতির জন্য নির্জনধ্যান পরিচালক তাদের দুটো অনুশীলন করতে দেন ১) শিষ্যচরিত গ্রন্থ পাঠ, ১ - ৪ অধ্যায় এবং ২) The Cross and the Switchblade নামক পুস্তক পাঠ। যজ্ঞ উপাসনা ব্যক্তি জীবনে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলাও ছিল এই নির্জনধ্যানের লক্ষ্য। সেদিন ছিল শনিবার। সন্ধ্যাবেলা একজন অংশগ্রহণকারী (প্যাটি ম্যান্সফিল্ড) আরাধ্য সংস্কারের সামনে যখন প্রার্থনায় রত ছিলেন তখন ঈশ্বর উপস্থিতির দারুণ এক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করলেন। তাঁর মহিমা তিনি দেখলেন সংস্কারীয় যিশুতে। অবলীলাক্রমে তিনি জানু পাতলেন সেই মহামহিম পরাক্রমের সামনে, অনুভব করলেন এক অভিনব পবিত্রতা। জীবনে প্রথমবারের মত ঈশ্বরের কাছে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করলেন - তার অন্তর আত্মা এই প্রার্থনা উচ্চারণ করল পিত, আমার জীবন তোমাকে দিলাম, তোমার পুত্র যিশুকে অনুসরণ করতে শেখাও। পরে একসময় তিনি নিজেকে আরাধ্য সংস্কারের সামনে শায়িত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। (৫০ বছর পরেও জুবিলী বর্ষে চির্কো মাক্সিমুসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্যাটি তার সাক্ষ্য বাণীতে বললেন: এটাই প্রথম পবিত্র আত্মায় নব জীবন সেমিনার, পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান)। ওঠে বসে, চ্যাপিলে বসা দু'জনকে তার অভিজ্ঞতা বলেন এবং তা শুনে ২৫ জনের ১২ জনই সেখানে এলেন। নির্জনধ্যান পরিচালকও এলেন। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত তারা প্রার্থনা ও আরাধনায় রত রইলেন। উপলব্ধি করলেন পবিত্র আত্মার আত্মিক শক্তি (ক্যারিজম), ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে। এটাই প্রথম ক্যারিজম্যাটিক প্রার্থনা বা অভিজ্ঞতা এবং ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের শুরুর কাহিনী।

তখন থেকেই একটি উদ্দীপনা জাগল তাদের অন্তরে। তারা মূল্যায়ন করলেন খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রার্থনার জীবন, সংস্কারীয় জীবন এবং প্রচার জীবন। শুরু হল কাজ : খ্রিস্টান জীবনের নবায়ন কাজ প্রতিটি দীক্ষিত মানুষ দীক্ষাস্নানের দায়িত্ব পালন করতে যেন নব উদ্যেম জেগে ওঠে। কারণ প্রত্যেকেই মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে আহূত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর সাক্ষ্যবাণী মঙ্গলবাণী ঘোষণার আদি ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

ডুকে ইউনিভার্সিটি থেকে সাক্ষ্যবাণীর এই দীপ্তশিখা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে: নটরডেম, মিসিগান স্টেইট, হলিক্রস ইত্যাদি, আর এখন ২৩৫-২৪০টি দেশে তথা বিশ্বমণ্ডলীতে। যেহেতু সবার জন্য এই নবায়ন, সেই তাগিদে আন্তর্জাতিকভাবে যোগাযোগ সম্পর্ক বজায় রাখতে গঠিত হয় একটি অফিস (International Charismatic Office: ICO), প্রথমে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায়, পরে এটা স্থানান্তরিত হয় বেলজিয়ামে। তখন (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে) রিনিউয়্যালের এপিস্কোপাল উপদেষ্টা মহামান্য কার্ডিনাল যোসেফ সুয়েনেন্স কর্তৃক গঠিত হয় কো-অর্ডিনেটিং টীম: আন্তর্জাতিক কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল অফিস (International Catholic Charismatic Renewal Office-ICCRO)। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এই অফিস রোম নগরীতে আনা হয় এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সাধু দ্বিতীয় জন পল মহামান্য কার্ডিনাল যোসেফ সুয়েনেন্স এর স্থলে বিশপ পল যোসেফ কর্ডেসকে আন্তর্জাতিক অফিসের এপিস্কোপাল উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতার আমন্ত্রণে এই অফিস ভাতিকান শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের আন্তর্জাতিক কভোনন্ট কমিউনিটিগুলো, যারা খ্রিস্টীয় ঐক্য আনয়নে বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছিল, তারা বিশ্বাসীবর্গের প্রাইভেট এসোসিয়েশনরূপে (Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে পোপীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে যাতে করে কাথলিক মণ্ডলীর সাথে কমিউনিটিগুলোর বন্ধন সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং মঙ্গলবাণী ঘোষণায় উৎসাহিত হয়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভক্তজনগণের পন্টিফিকাল কাউন্সিল আন্তর্জাতিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল অফিসকে আন্তর্জাতিক সেবাদানের অঙ্গ হিসেবে পোপীয় স্বীকৃতি সত্যায়িত করে। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল অফিস (ICCRO) এই নাম থেকে অফিস শব্দের বদলে সেবা শব্দ দেওয়া হয়, এই সত্যে জোর দিতে যে এটা একটি প্রশাসনিক অফিস নয়, প্রতিষ্ঠান নয় বরং বিশ্বব্যাপী রিনিউয়্যাল পরিবারকে সেবা দিতে একটি পালকীয় মিশনকর্মের সেবা। তাতে সেবাকেন্দ্রের নাম হয় আন্তর্জাতিক কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সার্ভিস (ICCRS: International Catholic Charismatic Renewal Service)।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীতে নবায়ন আনতে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে পুণ্যপিতাগণ শুরু থেকেই খুবই সুক্ষ্ম ও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখছেন। তাইতো বর্তমান পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস রিনিউয়্যাল কার্যক্রমের দু'টো অফিস : কাথলিক ফ্র্যাটারনিটি, ও আন্তর্জাতিক কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সার্ভিসকে এক সেবাকাজরূপে (One Service) একটি

সেবাকেন্দ্র রাখার পরামর্শ শুধু নয়, পিতৃসুলভ নির্দেশনা দেন ২০১৬ খ্রিস্টবর্ষে। কারণ তিনি চান মণ্ডলীতে এবং বিশ্বে নতুন পঞ্চাশত্তমী ঘটুক। রিনিউয়্যালের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, ২০১৭ খ্রিস্টবর্ষের পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বে উক্ত দুটো অফিসের একসেবাকাজ সই করা হয়। আর নাম হয় কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস (CHARIS: Catholic Charismatic Renewal Intenational Service)। পবিত্র আত্মার সহায়তায়, পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের আশীর্বাদে সে সেবাকাজের কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় ৬ষ্ঠ পল অডিটোরিয়ামে ৮ জুন, ২০১৯ তারিখে যেটার কার্যক্রম চালু হয় ৯ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষের পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের দিন থেকেই।

কারিজ ইতোমধ্যে পাঁচটি কমিশন গঠন করেছে যেগুলো খ্রিস্টীয় গঠন, ঐশতত্ত্ব, খ্রিস্টীয় ঐক্য আনয়ন, যুব নেতৃত্ব গঠন ইত্যাদি এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করতে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বলে রাখা ভাল যে রিনিউয়্যালের এই সব কার্যক্রম দানদক্ষিণা দিয়েই চলে। তথাপি পুণ্যপিতার চিন্তার সাথে কারিজ দরিদ্র অসহায়দের কথাও ভুলেন না। তাই তো ৬ষ্ঠ পল অডিটোরিয়ামে, কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল আন্তর্জাতিক সেবা (CHARIS) উদ্বোধন দিনে দরিদ্রদের জন্য তারা সংগ্রহ করেছে ১৬,০০০ ইউরো, যেটা তারা পুণ্যপিতার তহবিলে দিলেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল

এ কথা বলে রাখা ভাল যে, রিনিউয়্যাল সম্ভব হয়েছে বিশ্বাসের সাক্ষ্যবাণীর মাধ্যমে। এমনি সহভাগিতায় বাংলাদেশে এর শুরু হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে। তা হল, আমেরিকা সাউথ ব্যান্ড ইন্ডিয়ানা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ক্যারিজম্যাটিক কনফারেন্সে একবার দুজন ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা করেছিলেন, তা সহভাগিতা করতে চাইলেন অর্থাৎ বিশ্বাসের সহভাগিতা। একদিন কিছু লোকের সমাবেশে এই সহভাগিতার আয়োজন করা হল। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মাগ্রেট শিল্ড সিএসসি এবং সিস্টার মেরী রাণী এসএমআরএ। প্রথম এই প্রার্থনা ও সহভাগিতা হয়েছিল ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, মোহাম্মদপুর আরএনডিএম সিস্টারদের ভিলা মারীয়া গৃহের বারান্দায়।

সেদিন এই স্তুতি-আরাধনার প্রার্থনায় বেশ কিছু সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং ভক্তজনগণ যোগ দিয়েছিলেন, উচ্চারণ করেছিলেন বাইবেলের বাণী এবং অনুনয় করেছিলেন সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রয়োজনগুলোর উদ্দেশে। সকলেই গভীর মনোযোগী ছিলেন পবিত্র আত্মা তাদের প্রতি কী বলতে চান।

শুরুতে এই প্রার্থনা সভা আন্তঃমাণ্ডলিক ছিল। কমপক্ষে ৬টি মণ্ডলীর মানুষ এসে একসাথে প্রার্থনা করতেন। তবে মিসেস অলসন (a member of The Assembly of God) এবং পাস্টর তাদের অভিজ্ঞতা কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারেই বলতেন। তারা প্রায় বছরখানেক সময় ধরে এই সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন যতদিন না নেতা-নেত্রী গঠিত হয়েছে এবং প্রার্থনা পরিচালনার জন্য কোর-দল গঠিত হয়েছে।

শুরুর দিকে প্রার্থনাসভা দু'টো ভাষায় চলতো-বাংলা ও ইংরেজী। তারও কিছু পরে বাংলা ও ইংরেজী দু'দলে ভাগ হয়ে প্রার্থনা করতো। খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রচেষ্টার মনোভাবে একটি প্রার্থনা সভা চলতো বিশ্বনাথ চৌধুরীর ঘরে (a leader of Discipleship Movement), অন্যটি যথারীতি ভিলা মারীয়ায়।

বাংলাদেশে প্রথম পবিত্র আত্মায় নবজীবন সেমিনার (Life in the Spirit Seminar) শুরু ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, ধানমন্ডিতে মাত্র কোর দলের জন্য। সেই সেমিনারে সকল মণ্ডলীর সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এই সেমিনারপ্রাপ্ত কোর দল অন্য সবার জন্য পবিত্র আত্মায় নবজীবন সেমিনার আয়োজন করেন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বলে রাখা ভাল যে, পবিত্র আত্মায় নবজীবন সেমিনার ৭টি বাইবেলভিত্তিক মূলভাব সম্বলিত একটি সেমিনার বা নির্জনধ্যান, যা ভক্তবিশ্বাসীকে খ্রিস্টনির্ভর জীবন বুঝতে, দীক্ষাস্নান সংস্কারের দায়িত্বে সচেতন হতে এবং সে জীবনে চলতে পথ দেখায়।

এমনিভাবে মোহাম্মদপুর ও তেজগাঁয়ে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি সেমিনারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল শুরু হয়ে চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী (ঈশ্বরের সেবক) এবং পরম শ্রদ্ধেয় নুন্সিও এডুয়ার্ড ক্যাসেডি রিনিউয়্যালকে উৎসাহিত করেন এবং মাঝে মাঝে মোহাম্মদপুর প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের আশীর্বাদ দান করতেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, এশিয়া বিশপ সম্মিলনী সভায় যোগ দিতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও তার বন্ধু ফাদার রুফাস পেরেরা এবং সঙ্গে ফাদার ফিওরেল্লো মাস্কারেনহাস এসজে কে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান, যেন তারা যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জন্যে ক্যারিজম্যাটিক নির্জনধ্যান পরিচালনা করেন। কথামত ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বনানীর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে উক্ত নির্জন ধ্যানসভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভক্তজনগণের জন্য তিনটি নির্জন ধ্যানসভা রমনা ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আবারও তিনটি নির্জন ধ্যানসভা বনানী মেজর সেমিনারীতে যুবদল ও মিশ্র দলের (ভক্তজন, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী) জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্জন ধ্যানসভাগুলোর পর পরই ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল আর গুপ্ত থাকে না-বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে, এমনকি গ্রামে গ্রামে ক্যারিজম্যাটিক প্রার্থনা দল গড়ে ওঠে। ১৯৮০ থেকে ৯০ খ্রিস্টাব্দের রেকর্ড অনুসারে প্রার্থনাদল ছিল পঞ্চাশেরও ওপরে। তখন ধর্মপল্লীগুলোতে চলতে থাকে পবিত্র আত্মায় নবজীবন সেমিনার।

ফলশ্রুতিতে কি হল

- ভক্তবিশ্বাসীগণ সচেতন হোন দীক্ষাস্নানের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে অর্থাৎ তারা বুঝতে পারেন প্রত্যেকেই মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে আহূত।
- তাদের মধ্যে ঐশবাণীর প্রতি দারুণ তৃষ্ণা জাগে।
- মন পরিবর্তন ও ক্ষমার জীবনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার এক প্রত্যয়ী বিশ্বাসে দলগুলো (ভক্ত বিশ্বাসী) এগিয়ে যায়।
- প্রবেশ সংস্কারগুলোর (দীক্ষাস্নান, খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ) তাৎপর্য ভক্ত বিশ্বাসীগণ গভীরভাবে উপলব্ধি করে।
- মণ্ডলী থেকে অনৈক্যের ভাব সরে যাক এমন সদিচ্ছাও কার্যকরী করে।
- উপাসনায় এনেছে প্রাণবন্ততা, ধর্মপল্লীতে এসেছে নবজীবন-সেবাকাজের মধ্য দিয়ে।
- মা মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে খ্রিস্টদেহ গড়ে তোলার এক অপূর্ব উপলব্ধি ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল দিয়েছে কারণ উদারভাবে এবং নম্রতা নিয়ে

ব্যবহৃত হচ্ছে পবিত্র আত্মার দান-আত্মিক শক্তি (ক্যারিজম)।

ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল একটি প্রতিষ্ঠান নয়

ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল প্রতিষ্ঠান নয় বিধায় এর প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব নেই। তথাপি, এর পালকীয় যত্ন দিতে অন্যান্য দেশের মত শ্রদ্ধেয় ফাদার রুফাস পেরেরা এর সহায়তায় বাংলাদেশেও ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচিত হয় ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল জাতীয় সেবাদল (National Service Team)। ফাদার, ব্রাদার ও ভক্তজনগণ নিয়ে এই সেবাদল গঠিত। শুরু থেকে কো-অর্ডিনেটর ছিলেন সিস্টার মার্গ্রেট শিল্ড সিএসসি; সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি; ফাদার আবেল বি. রোজারিও প্রমুখ, এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি; ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি; সিস্টার মেরী রাণী এসএমআরএ; আরও অনেকে। জাতীয় সেবাদলের সহযোগিতা দিতে একটি উপদেষ্টা কমিটিও রয়েছে।

এগিয়ে যাবার পথে ক্যারিজম্যাটিক জাতীয় সেবাদল

ভক্তবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক গতিধারা ও গভীরতা বজায় রাখতে এই সেবাদল আয়োজন করে জাতীয় ও ধর্মপল্লীভিত্তিক নির্জন ধ্যানসভা, কর্মশালা, পবিত্র আত্মায় নবজীবন সেমিনার, বাইবেল শিক্ষা এবং বিশ্বমণ্ডলীর মূলভাবের একত্বে নানা আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

তাইতো শুরুর বছরগুলোতে নির্জনধ্যানসভা চালাতে ফাদার ফিওরেল্লো মাস্কারেনহাস এসজে এবং ফাদার রুফাস পেরেরা থেকে শুরু করে ফাদার টম ফরেস্ট এসজে; ফাদার জিনো হেনরিক্স ও ফাদার পিটার (রিডেমটরিস্ট ফাদার), ফাদার আগস্তিন এসজে; ফাদার খ্রিস্টফার (কার্মেলাইট); ফাদার আর্ট কুনি (কাপুচিন); ফাদার জেমস ডি' সুজা; সিস্টার উষা এসএনডি; ফ্রিটস মাস্কারেনহাস, রেণু রীতা সিলভানুর মত প্রজ্ঞাবান ও আধ্যাত্মিক মানুষদের এদেশে আনা হয়েছে।

তাছাড়া, নেতা-নেত্রীদের গঠনের জন্য, অন্যান্য দেশের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে আরও শেখার জন্য তাদের পাঠানো হয়েছে ভারতের পাটনা, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর-যেখানে তারা অংশগ্রহণ করেছে নির্জনধ্যানে, নিরাময় অনুষ্ঠান, কংগ্রেস ও কনভেনশনে। নেতা-নেত্রীগণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য গিয়েছেন রোম, ডাবলিন। এশিয়া নেতৃ সম্মেলনে গিয়েছেন ম্যানিলা এবং সিঙ্গাপুর।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় সাহিত্যে ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের অবদান

আধ্যাত্মিক জীবন দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বই অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছে রিনিউয়্যাল। যিশুর সাথে বন্ধুত্ব, যিশুতে বেড়ে ওঠ, যিশুর কাছে এসো (by Fr. Marcelino Iragui O.C.D.)। সি. মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি (কো-অর্ডিনেটর) ফাদার মার্সেলিনোর এ তিনটি বই এর প্রথম দুটো অনুবাদ করতে দেন ফাদার বেঞ্জামিন কস্তাকে এবং অন্যটি অনুবাদ করেন জেরোম ডি'কস্তা। এ বইগুলোর সম্পাদনা করতে ফাদার জ্যোতি এফ. গমেজ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তাছাড়া আরও অনুবাদিত বইয়ের মধ্যে, কথা বল প্রভু তোমার দাস শুনছে, আরোগ্যলাভের সুপ্ত ঝর্ণা; আধ্যাত্মিক সাধনার পথে; প্রতিশ্রুত দেশের দিকে; ফিয়াৎ জপমালা; পবিত্র আত্মায় নবজীবন (নির্জনধ্যান সহায়িকা); প্রাহরিক প্রার্থনা (Prayer of the Church); প্রার্থনার কার্ড এবং অনেক প্রবন্ধ। এক সময় প্রতিবেশী পত্রিকায় একটি কলাম দেওয়া হয়েছিল: ক্যারিজমা কলাম যেখানে নানা আধ্যাত্মিক লেখা প্রকাশ করেছে রিনিউয়্যাল।

বাংলাদেশে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সেবাকেন্দ্র ও বেথানী আশ্রম

রিনিউয়্যাল জাতীয় সেবাদল উপলব্ধি করলেন যে সার্বক্ষণিক সেবাদানকারী ছাড়া রিনিউয়্যাল গতিশীল রাখা সম্ভব নয় এবং একটি স্থানও দরকার। তৎকালীন কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি ও টীমের উদ্যোগে সেই আদি প্রার্থনার জায়গা ভিলা মারীয়া ঘরটি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে সেবাকেন্দ্ররূপে পাওয়া গেল, অবশ্যই আরএনডিএম সম্প্রদায়ের বদান্যতায়। কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি এর সঙ্গে ডোরা ডি রোজারিও সেখানে সেবাকাজে বহাল হলেন।

ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের মধ্য দিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী আর সেটা হল বেথানী ধ্যান-আশ্রম। আবারও রিনিউয়্যাল আরএনডিএম সংঘের অনুমতি পেল তাদের মারীয়ালয় গৃহটি (পুরাতন) আশ্রম সেবাকাজে ব্যবহার করতে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে আশ্রম-কার্যক্রম শুরু করেন সিস্টার মিরিয়াম রিচার্ড সিএসসি ও রিনিউয়্যাল সেবাকেন্দ্রের ভগ্নিগণ।

আশ্রম শুরু করার পেছনে সিস্টার মিরিয়ামের দর্শন ছিল, ভক্তবিশ্বাসী বিশেষ করে ক্যারিজম্যাটিক কোর দলের আধ্যাত্মিক গঠন; বিশ্বাসীদের অবাধ প্রার্থনা ও পরামর্শ গ্রহণের স্থান করে দেওয়া এবং নিবেদিত চিরকুমারীগণ (The Order of Consecrated Virgin Living in the World) যেন এই আশ্রমকে বিশেষ স্থানরূপে তাদের আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির ঘর করে নেয় পুনরুত্থিত যিশুর শক্তি ও শান্তি লাভের জন্য, যেমনটি নিয়েছিল মার্থা, মারীয়া ও লাজার।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের অবস্থান

খ্রিস্টমণ্ডলীকে গড়ে তোলার কাজ প্রত্যেক ভক্তবিশ্বাসীর। এই কাজ সচল রাখতে বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনীর আওতায় ১৪টি কমিশন রয়েছে। ৮০ এর দশক থেকে যখন ক্যারিজম্যাটিক জাতীয় সেবাদল (N.S.T) গঠিত হল, তখন এই দলটি বিশপ সম্মিলনীর কাছে রিনিউয়্যালের কার্যক্রম গ্রহণীয়তা, তাদের অবস্থান জানতে চাইলে, বাংলাদেশ বিশপ সম্মিলনী ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালকে উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য কমিশন (Episcopal Commission for Liturgy and Prayer) এর আওতাভুক্ত রাখেন। অতএব, ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল উক্ত কমিশনের একটি ডেস্ক।

পুণ্যপিতাগণের সঙ্গে বিশপ সম্মিলনীও উপলব্ধি করেন-ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল মণ্ডলীর হৃদয়ে কাজ করছে। নানা কারণে প্রার্থনা দলের সংখ্যা কমে গেলেও রিনিউয়্যাল শিকড় গেড়েছে উপাসনায়, ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবনে, আধ্যাত্মিকতায়। নিয়ে এসেছে পুর্নমিলন ও ক্ষমাদানের অজস্র আশীর্বাদ।

উপসংহার

শুধু যে ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালই শুধু যে খ্রিস্টমণ্ডলীতে নবায়ন আনছে তা কিন্তু নয়, সেই প্রথম পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে পবিত্র আত্মা নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে অর্থাৎ খ্রিস্টদেহকে গড়ে তুলছে। তথাপি পুণ্যপিতাগণ খ্রিস্টমণ্ডলীতে রিনিউয়্যালের গুরুত্ব নানাভাবেই দেখে আসছেন। সাধু, পুণ্যপিতা ৬ষ্ঠ পল, বলেছেন মণ্ডলীর জন্য এবং বর্তমান বিশ্বের জন্য কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল একটি সুযোগ (opportunity), পঞ্চাশত্তমী এর জন্ম এবং এর লক্ষ্য যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

ঘোষণা (Evangelization) যতদিন না তিনি আসেন। রিনিউয়্যালকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দিতে ক্যারিজম্যাটিক ৩য় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, বিশ্বকে দাও নতুন জীবনীশক্তি, পূর্ণ যৌবন, ফিরিয়ে দাও একটি আধ্যাত্মিকতা, দাও একটি আত্মা এবং একটি ধর্মীয় চিন্তা; প্রার্থনা করতে খুলে দাও বুজে থাকা ওষ্ঠাধর; আনন্দগান, সংগীত ও সাক্ষ্যদানের উদ্দেশে খুলে দাও মুখ *(১৯ মে, ১৯৭৫, রোম)*। পুণ্যপিতা সাধু দ্বিতীয় জন পল, বলেছেন: আমি নিঃসন্দেহ যে এই আন্দোলন গোটা মণ্ডলীর নবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Componant) ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট ১৮ মে, ২০১৩ এর পঞ্চাশত্তমী পর্বে সকল আন্দোলনগুলোকে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনায় আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালকে মাণ্ডলিক (Episcopal) আন্দোলনরূপে বিবেচনা করেন। আর বর্তমান পুণ্যপিতা তো খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মণ্ডলীতে এর কার্যক্রম দেখাশোনা করছেন আর অনেক কথার সাথে এই কথা বলেছেন, নবায়ন সবার জন্য, ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের সদস্যগণ যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদানের ফল্গুধারায় ভালবাসার সাক্ষি হয়ে ওঠে। তাই, পুণ্যপিতা ১৩শ লিও এর প্রৈরিতিক পত্রের (Divinum Illud Munus) অনুপ্রেরণায় যিনি মণ্ডলীর চালিকা শক্তি, ভালবাসার উৎস তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেমনটি করেছিলেন মা মারীয়া শিষ্যদের নিয়ে সেই ওপরের ঘরে। প্রার্থনা করি যেন জগতের সাংঘাতিক এই জটিল অবস্থায় নতুন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, সকল প্রাণে আনে নিরাময়; যুব সমাজ খুঁজে পায় সঠিক দিক-নির্দেশনা; পরিবার, সমাজ ও জাতিতে যেন প্রতিষ্ঠিত হয় ভালবাসার সভ্যতা॥ ❑

শত বর্ষের শত কথা: বড়াল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরিচয়, ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা ব্যক্তি মানুষের নিজের দায়িত্ব। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর থেকে বড়াল নদের তীর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আসার শতবর্ষের স্মরণ উৎসব হতে পারে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায়। এতে আমাদের অতীত জীবন, বর্তমান জীবন যাত্রার বাস্তবতা, সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, ধর্ম, ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন ও এতত্রে উৎসব করার সুযোগ হবে। এছাড়া গোটা জীবনের মূল্যায়ন ও ভ্রাতৃপ্রেমেরও মিলন উৎসব হবে বলে মনে করি। আমাদের জীবন বাস্তবতার দিকে ফিরে তাকানো এবং শিকড়ের সন্ধানে নিজেদের পরিচয়কে তুলে ধরতে পারবো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট। ধন্য আন্তনী বাসিল মরো বলেছেন: 'একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন: 'সবারে করি আহ্বান, এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ...”। সুতরাং একসাথে হওয়া ও কাজ করার মধ্যে মহৎ কিছু লুকিয়ে থাকে।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে এবং সেগুলি বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে। 'ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজন কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নয় তবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও খ্রিস্টবিশ্বাসের কারণে এক এবং একতার সমাজ ও নিজস্ব পরিচয় টিকিয়ে রাখতে সকলেই আহূত। বড়াল নদের তীরে ভাওয়াল বংশোদ্ভূত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের নিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা খ্রিস্টীয় শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে উঠবে এবং আরও অনেক ভক্তবিশ্বাসী যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে নিবেদিত হবে সেই প্রচেষ্টা যেন সবার মধ্যে বিরাজ করে। সাধু পলের শিক্ষা অনুসারে, আমাদের জীবন খ্রিস্টীয় শিক্ষার আলোকে এক হয়ে উঠুক: “প্রভু এক, খ্রিস্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা, সবার উর্ধ্বে আছেন যিনি, যিনি সবার মধ্য দিয়ে সক্রিয়, সবার মধ্যে বিদ্যমান তিনিও এক” *(এফেসীয় ৪:৫-৬)*। একতা, মিলন, ভ্রাতৃপ্রেমের জীবনাদর্শে আমাদের যাত্রা হোক মহালোকের দিকে॥ ❑

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

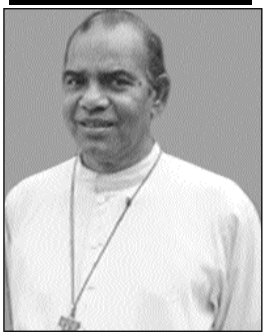

প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি' কস্তা

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরো এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা

ও পরিবারবর্গ

বিপ্র/১৬/২০

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

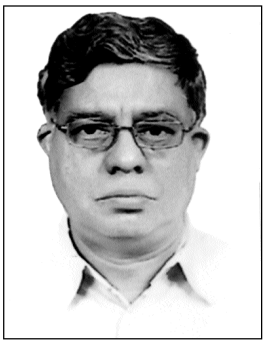

প্রয়াত ক্লাউড রড্রিক্স

জন্ম : ১২ এপ্রিল, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি, ২০১৯

তুমি রবে নীরবে,
হৃদয়ে মমঃ

প্রিয় কাকা,

দিন পেরিয়ে আজ এক বছর চলে গেল তুমি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছ। তোমার অকস্মাৎ চলে যাওয়া আমাদের এখনও স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করতে পারে নি। তোমার কতশত স্মৃতি, তোমার প্রতিটি কাজ, কথা, হাসি, রসিকতা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে অমলিনভাবে।

তুমি আমাদের হৃদয়ে আছো চির বিরাজমান, চিরজাগ্রত। পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের উপর সদাদৃষ্টি রেখো এবং এ কঠিন পৃথিবীতে চলার পথে আলো, শক্তি, সাহস ও আশীর্বাদ দান করো। করুণাময় পিতা যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন ও শ্বাশ্বত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন।

তোমারই স্নেহের

ভাইস্তা ও ভাইস্তা বউ: রণি ও লিপি

নাতিদ্বয় : ওয়েন ও ভিভিয়ান

৮/এ তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা।

বিপ্র/১৭/২০

শত বর্ষের শত কথা: বড়াল নদের তীরে খ্রিস্ট জনবসতি

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের গাজীপুরের শীতলক্ষ্যা নদীতীর ঘেসে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি কাথলিক খ্রিস্টান ধর্মপল্লী। চারশত বছর পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে খ্রিস্টের বাণী বীজ রোপিত হয়েছে। ইতিহাসের খেরোপাতা আর মানুষের জনশ্রুতি থেকে যতদূর জানা যায়- শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল দোম আন্তনীওর কাছ থেকে। দোম আন্তনিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। তিনি আরাকানী মগ দস্যুদের হাতে বন্দি হন। পর্তুগীজ আগষ্টিনিয়ান ফাদার মানুয়েল দ্য রোজারিও তাকে অর্থের বিনিময়ে কারামুক্ত করেন এবং তার সর্ব প্রকার যত্ন ও দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দোম আন্তনিও ফাদার মানুয়েলের কাছে খ্রিস্টীয় শিক্ষা দীক্ষায় বেড়ে ওঠেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে ফাদার মানুয়েল তাকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তার নাম রাখা হয় দোম আন্তনিও দ্য রোজারিও।

তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন দোম আন্তনিওর অন্তর আত্মা বাণীপ্রচারের জন্য প্রজ্বলিত হয়। তৎকালীন ভাওয়াল এলাকার মানুষ ছিল দরিদ্র, নিরক্ষর ও নিম্ন বর্ণের। যিশুপ্রেমে পাগল দোম আন্তনিও এ সকল অসহায় মানুষের নিকট যিশুর প্রেমবাণী প্রচার করেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাগরী হয়ে ওঠেছিল বাণী প্রচারের কেন্দ্র। নাগরী ও তার আশে-পাশে সব মিলিয়ে মোট বিশ হাজারের বেশি মানুষকে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টবিশ্বাসের যাত্রার ৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আর শীতলক্ষ্যা তীরের খ্রিস্টবিশ্বাস ভাওয়াল ছেড়ে বোর্নী, বনপাড়া, মথুরাপুর, ভবানীপুর, ফৈলজনা, ঝড়াগোপালপুর, বড়দল, চৌগাছা, কলকাতা, বোম্বে, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। জীবন-জীবিকা, চাকুরী, শিক্ষা ও উন্নত জীবনের তাগিদে ভাওয়াল থেকে লোকেরা অভিবাসী হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। অভিবাসী এসব লোক বৈচিত্রময় পেশায় জড়িত হয়ে জগতের মানুষের সামনে খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

০১. শীতলক্ষ্যা থেকে বড়াল নদের তীরে খ্রিস্টবিশ্বাস বিস্তার

ভাওয়ালের শীতলক্ষা থেকে বড়াল নদের দূরত্ব প্রায় ২৮০ কিলোমিটারের মতো। শীতলক্ষ্যার তীর তথা ভাওয়াল অঞ্চলের ধর্মপল্লীগুলো হল: নাগরী (১৬৬৫), তুমিলিয়া (১৮৪৪), রাঙ্গামাটিয়া (১৯২৪), মঠবাড়ি (১৯২৫)। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের খ্রিস্টভক্তরা স্থানান্তরিত হয় ধরেণ্ডা, মাউছাইদ ও ভাদুনসহ আশে পাশের নানা স্থানে। অন্যদিকে ভাওয়াল অঞ্চল থেকে খ্রিস্টভক্তগণ ১৯২০-২১ সালে বড়াল নদের তীরে অর্থাৎ বৃহত্তর রাজশাহী বর্তমানে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানা ও পাবনার চাটমোহর থানার বিভিন্ন এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। বড়াল নদের তীর ঘেসে পরবর্তীতে মূলত প্রধান তিনটি ধর্মপল্লী: মথুরাপুর (১৯৪৮), বোর্ণী (১৯৪৯) এবং বনপাড়া (১৯৪০) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালিয়ান পিমে মিশনারীরা কাজ করেন বোর্ণী ও বনপাড়াতে আর আমেরিকান হলিক্রস মিশনারী ও ঢাকার ধর্মপ্রদেশীয় ফাদারগণ কাজ করেন মথুরাপুরে। এই তিনটি ধর্মপল্লী থেকে পরবর্তীতে জন্ম নেয় ফৈলজনা (২০০৭), ভবানীপুর (২০১১) এবং ঝড়াগোপালপুর ধর্মপল্লী। শত-শত কিলোমিটারের ব্যবধানে বড়াল নদের তীরে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ায় নতুনভাবে ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতির খ্রিস্টান পল্লী গড়ে ওঠে।

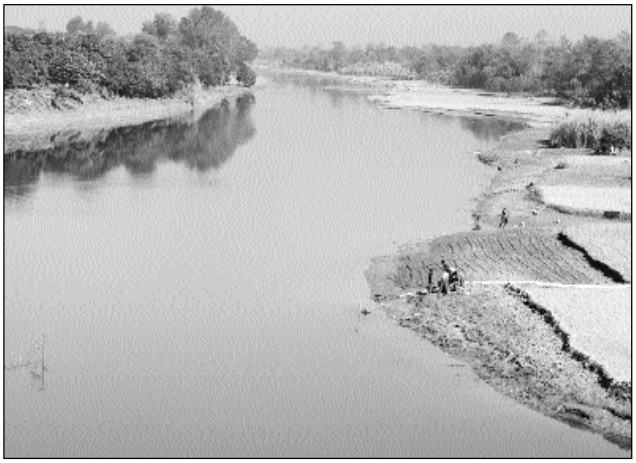

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে চলন বিল। এ বিল শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং গোটা ভারত উপমহাদেশের একটি বিখ্যাত বিল যেখানে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরণের মাছ পাওয়া যায়। এক সময় চলন বিল এলাকায় ডাকাতদের আস্তানা ছিল। এই সুবৃহৎ চলন বিল থেকেই বড়াল নদের উৎপত্তি। 'বাংলার জনপদ (৭৭) থেকে' নামক কলামে ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও বর্ণনা করেন: "চলন বিলের শাখা নদীগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো বড়াল নদ। রাজশাহী জেলার চারঘাট নামক স্থানে পদ্শা নদী থেকে উৎপত্তি এই বড়াল নদীর। এই নদীটি রাজশাহীর চারঘাট, বাঘা, নাটোরের বাগাতিপাড়া, লালপুর, বড়াইগ্রাম, পাবনার চাটমোহর, ভাঙ্গুরা ও ফরিদপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে বাঘাবাড়ি হয়ে প্রথমে হুরা সাগরে মিশে এবং এরপর যমুনা নদীতে গিয়ে মিলিত হয়। মোট ১৫টি উপজেলার সাথে যুক্ত হওয়া বড়াল নদ মোট ২২০ কিলোমিটার দীর্ঘ।" শীতলক্ষ্যার তীরে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনবসতি আর বড়াল নদের তীরে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনবসতি যেন একই পরিবারের দুই ভাই, শতজনমের পরম আত্মীয় এবং খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদানে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শত বছর ধরে।

০২. ভাওয়াল ত্যাগের নেপথ্যের কথকথা

ভাওয়াল থেকে বড়াল নদের তীরে খ্রিস্ট জনবসতি বা অভিবাসীদের আগমনের বয়স প্রায় শতবর্ষ। কি কারণে এতগুলো পরিবার নিজস্ব বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে ভাওয়াল থেকে এ অঞ্চলে এসেছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে চরম দারিদ্র্য, ঘনবসতি, অভাব-অনটন ইত্যাদি কারণেই তারা বৃহত্তর পাবনা ও রাজশাহীতে বসতি গড়ে তোলে বলেই বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। যতদূর জানা যায়, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভাওয়াল অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খাদ্যের চরম অভাব দেখা দেয়। ফলে খাদ্যান্বেষণে কিছু সংখ্যক লোক ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আশে পাশের অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।

১৯২০-২১ সালের দিকে নাগরী ধর্মপল্লীর বাগদী গ্রামের পল গমেজ ছিলেন প্রথমবার পাবনার চাটমোহর এলাকায় পশু-পাখি

শিকার করার উদ্দেশে আগমন করেন। একজন দক্ষ পশু শিকারী হিসেবে তিনি সবার কাছেই সুপরিচিত ছিলেন। চাটমোহরের নিকটস্থ ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর পালকের নিমন্ত্রণে তিনি এখানে শিকার করতে বিশেষভাবে শুকর শিকার করতে আসেন। সবাই তাকে পলু শিকারী নামেই ডাকতো।

দক্ষ পলু শিকারী বন জঙ্গলে ভরা এই অঞ্চলে শিকার করার সাথে সাথে এই এলাকাটিকে ভালবেসে ফেলেন। স্থানীয় জমিদারগণ বন্য শুকর মারার খবর পেয়ে খুশি হন এবং শুকরের লেজের বিনিময়ে বেশ কিছু জমি তাকে দান করেন ও পত্তন দেন। পলু শিকারী প্রথমে বসতি গড়ে তোলেন চাটমোহরের লাউতিয়া গ্রামে। তার সাথে তার ভাই ডোমিঙ্গসহ আরো অনেকেই এখানে এসে বসতি গড়ে তোলেন।

পলু শিকারীর ভাই ও আত্মীয়দের আগমনের মধ্য দিয়ে ভাওয়ালের অনেক মানুষ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে মথুরাপুর, বোর্ণী, বনপাড়া প্রভৃতি এলাকায় আসতে থাকে। এলাকা পছন্দ হওয়ায় তারা বেশিরভাগই এখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। পেশায় কৃষিজীবী হওয়ায় তারা এ অঞ্চলে এসে এখানকার বন জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি উৎপাদনে সফলতা লাভ করে। পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো, লাউ, কুমড়াসহ অনেক শাক-সবজির উৎপাদন ও প্রচলন করেন এখানে ভাওয়াল থেকে আগত নব্য অভিবাসী এই খ্রিস্টানুসারীগণ।

০৩. বড়াল নদের তীরে খ্রিস্ট জনবসতি

গাজীপুর ভাওয়ালবাসীদের অভিবাসনের প্রায় শতবর্ষ হবার পথে (১৯২০-২০২০)। সভ্যতার যাত্রাপথে অভিবাসন বা স্থান বদলের ধারা নতুন কিছু নয়। মানুষের বসতি গড়ে ওঠে সুযোগ-সুবিধা, প্রাকৃতিক পরিবেশে, নিরাপত্তা, যোগাযোগের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে। মানুষের অভিবাসন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানেও হতে পারে, তবে সংস্কৃতি, লোকাচার, ধর্ম তথা সামগ্রিক জীবন যাত্রার ধরণ বদল হয় খুব কমই। তাই তো দেখা যায়, শীতলক্ষ্যা নদীতীরের ভাওয়ালবাসী আর বড়াল নদের তীরে ভাওয়াল থেকে আগত লোকদের সংস্কৃতি, লোকাচার, ধর্ম, ভাষা, পেশা প্রায় একই। এছাড়া আত্মীয়তা, বিয়ে-শাদি, যোগাযোগ, কুটুম্বিতার একটুও ঘাটতি পড়েনি। শত বর্ষের ব্যবধানে বড়াল নদের তীরে ১৫-১৬ হাজার খ্রিস্টভক্তের বসতিসহ ৬টি ধর্মপল্লী: মথুরাপুর, বোর্ণী, বনপাড়া, ভবানীপুর, ঝড়া গোপালপুর ও ফৈলজনা গড়ে ওঠেছে। এছাড়া এখানে গড়ে ওঠেছে ১টি হাইস্কুল এণ্ড কলেজ, ২টি হাইস্কুল এবং ১টি মাইনর সেমিনারী। এখানকার প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই রয়েছে ক্রেডিট ইউনিয়ন, বোর্ডিং/হোস্টেল, ডিসপেনসারী ও প্রাইমারী স্কুল। কৃষি থেকে চাকুরী, ব্যবসা, শিক্ষকতাসহ আরো অনেক পেশায় জড়িত এখানকার মানুষ। এ অঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশেও অনেকে আবার অভিবাসী হয়েছেন ও হচ্ছেন। জীবন-জীবিকার তাগিদে, শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশা মানুষকে ঘরছাড়া করে তথা আদি ঠিকানা বা শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু মূল্যবোধ ও জীবনাচরণকে পরিবর্তন করতে পারে না।

০৪. ভাওয়ালবাসীর নিজস্ব পরিচয় ও স্বতন্ত্র ধারা

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কয়েকটি এলাকার মধ্যে ভাওয়াল একটি পুরনো এলাকা। এছাড়া রয়েছে: আঠারোগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, পাদ্রিশীবপুর, চট্টগ্রাম ও দিয়াং প্রভৃতি অঞ্চল। ভাওয়াল লোক বিশ্বাস ও খ্রিস্টধর্মের মিশ্র আবহে গড়ে ওঠেছে নানা ধর্মীয় নাটক, পালাগান, কীর্তন, সাধু আন্তনীর পালা, বৈঠকী গান, কষ্টের গান, যিশুলীলা ইত্যাদি। লোকবিশ্বাসের অনুশীলন শীতলক্ষ্যার তীর থেকে বড়াল নদের তীরে এসে থেমে যায়নি বরং তা প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টভক্তদের অন্যতম সুন্দর ও ইতিবাচক মূল্যবোধ হল পারিবারিক ও সমবেতভাবে ধর্মানুশীলন করা এবং সামাজিক শিক্ষা ও নীতি-নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কাঠামো পরিচালনা করা।

ধর্মানুশীলনের অন্যতম একটি প্রকাশ বা বাস্তবতা হল: ভাওয়ালবাসী ও ভাওয়াল বংশোদ্ভূতদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়েছেন। ভাওয়াল অঞ্চলের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মোট সংখ্যা বোধহয় হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়া বিশপও হয়েছেন ৩জন। অন্যদিকে, ভাওয়াল থেকে আগত বড়াল নদের পাড়ের খ্রিস্টানদের মধ্য থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়েছেন। এখান থেকে বিশপও হয়েছেন একজন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক ধর্মপল্লী আছে। যে কোন ধর্মপল্লীতেই কর্মরত ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মধ্যে একজন না একজন ভাওয়ালবাসী বা ভাওয়াল বংশোদ্ভূত পাওয়া যাবেই যাবে। দিন বদলের সাথে-সাথে ভাওয়ালবাসী ও ভাওয়াল বংশোদ্ভূতদের অনেকেই অভিবাসী হয়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন মহাদেশে এবং ভারত, কানাডা, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডসহ নানা দেশে গমন করছে এবং অনেকেই স্থায়ী বসতিও গড়ে তুলছে।

পিমে মিশনারী প্রয়াত ফাদার লুইজি পিনোস রচিত 'উত্তর বঙ্গে খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস' বইয়ে উল্লেখ করেন যে, বৃহত্তর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়া হল ধর্মপ্রদেশের 'মঠ স্বরূপ'। মঠের সন্ন্যাসীদের শিক্ষায় গোটা ইউরোপ আলোকিত হয়েছিল। বর্তমানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের 'মঠ স্বরূপ' দক্ষিণ ভিকারিয়ায় খ্রিস্টধর্মের আলোকশিখা প্রজ্বলিত থাকুক এখানকার অধিবাসী সকলের হৃদয় মন্দিরে।

ভাওয়াল বংশোদ্ভূতদের একটি নেতিবাচক বাস্তবতা হলঃ মদ্যপানের অভ্যাস। পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতেই মদের ব্যবহার রয়েছে তবে তা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে তার 'ফল'ও নেতিবাচক হয়। ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মধ্যে দেশ-বিদেশ সকল স্থানেই মদের প্রচলন রয়েছে এবং একটি জাতি-গোষ্ঠীর নিকট এটি বিপদ সংকেতস্বরূপ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে ঘিরে মদের ব্যবহার এবং খরচাপাতি বেড়েই চলেছে। ফলে আমাদের পরিবার বিভিন্নভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পৈতৃক সহায়-সম্পত্তি হারাচ্ছে। সুতরাং ভাওয়াল বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের অনেকগুলো ইতিবাচক মূল্যবোধের মধ্যে একটি মাত্র নেতিবাচক মন্দ অভ্যাসই ব্যক্তি ও সমাজকে ধ্বংস করতে যথেষ্ট। এছাড়া কর্মবিমুখ মনোভাব, বিলাসিতা, অতিরিক্ত ব্যয়, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লড়াই আমাদের সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সমাজ ও ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনায় বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আরও প্রয়োজন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। 'ওয়ারিশ' সংক্রান্ত বিষয়টি মাঝে-মাঝে কোন-কোন পরিবারে সম্পর্ক ভাঙ্গনের একটি দিক হল 'ওয়ারিশ', বিষয়টি সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে সংশোধন করা একটি জরুরী বাস্তবতা।

০৫. সবারে করি আহ্বান

একজন পলু শিকারীর আগমনে মধ্য দিয়ে আমাদের বড়াল নদের তীরে ভাওয়াল বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের যে বসতি শুরু হয়েছিল শতবর্ষ পূর্বে সেই বসতিতে আজ শতবর্ষ পরে তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১৫-১৬ হাজার। এ অঞ্চলের বৃহত্তর সমাজের সাথে সখ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগেছিল। আবার বর্তমানে অতিরিক্ত সখ্যতা ও বন্ধুত্বের কারণে কোন কোন সময় সমস্যা হচ্ছে। আমরা ভাওয়াল বংশোদ্ভূত খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাসের কারণে এক। এ কথা সব সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নিজস্ব

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একটু দরদবোধ

রনি লাজার মণ্ডল

পৃথিবী চলছে পৃথিবীর মতই। গতির নিরিখে নদীর স্রোত বা বাতাসের গতি অপেক্ষা কম নয়। নদীর গতির লক্ষ্য একটাই তা সমুদ্রের দিকে; আর পৃথিবীর গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে। এই ব্যস্তময় পৃথিবীতে মানুষের গতিও কম নয়! হয়তো পৃথিবীর বা নদীর গতির মত হবে কি'না তা জানি না, তবে শিশু থেকে পৌঢ়ত্বের দিকে সে নিজেকে ধীরে-ধীরে আপন মহিমায় ধাবিত হচ্ছে। বয়স পরিপক্কতার সাথে-সাথে তার গতির ধারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যস্তময় জীবনে সবাই ছুটে চলছে যে যার মতোই। কারও দিকে খেয়াল করার সময় নেই; আর থাকলেও না তাকানোর ভান করে ছুটে চলে। মনে হয় যেন লাগামহীন অশ্ব ছুটে চলছে লক্ষ্যহীন আশা নিয়ে। তাই এখন রাস্তার বটবৃক্ষরা দুঃখ করে বলে, "হে পথিক, তুমি একটু দাঁড়াও, আমার ছায়াতলে একটু শরীরটা জিরিয়ে নাও।" পথিক বৃক্ষের কথা শুনে উত্তরে বলে, "এই ব্যাটা বৃক্ষ চুপ কর্, দেখিস্ না, আমি কত ব্যস্ত!" পথিক হাঁটছেন না'কি দৌড়াচ্ছেন, বোঝা বড় মুশকিল। ডিজিটাল পৃথিবীর মানুষ এতই ব্যস্ত যে কবিও তার কবিতায় ছন্দময় পঙ্কটিতে এভাবে তুলে ধরেছেন-

"মানুষ চলছে হাঁকিয়ে
গাড়ি চলছে ধিম ধিমিয়ে
সময় চলছে ক্ষণে ক্ষণে
নদীর স্রোত চলছে স্থির হয়ে।"

সবাই ব্যস্ত, তবে গাড়ি, সময় ও নদীর স্রোতও এখন ডেজিটাল মানুষের কাছে হার মানছে। মানুষ এখন নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এই স্বার্থের জন্যেই সে নিজেকে ধীরে-ধীরে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলছে। 'আত্মকেন্দ্রিকতা' যা মানুষের জন্যে একটা ভয়াবহ রূপ। সেই ভয়াবহ রূপকে আঁকড়ে ধরে দিনের পর দিন একটা ভিন্ন জগতের দিকে নিজেকে ধাবিত হচ্ছে। যে জগতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমিত্বই তার জীবনের সর্বস্ব। মানুষ এখন এতটাই ব্যস্ত ট্রেনে বা বাসে তার পাশে বসে থাকা ব্যক্তিটির দিকে একটু ফিরে তাকায় না, আর কথা বলা তো দূরের কথা! অথচ একটা প্রাণহীন মোবাইল বা ল্যাপটপটির সহজেই খোঁজ নেয়। তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাকে নিয়ে খেলা করে, তাকে নিয়ে কতো বাহানা, কতো আবদার, কতো অভিমান, কতো রেষারেষি আরও কতো কিছু করে; যার পর্যবেক্ষণ হয়তো ভাণ্ডারে নেই। ঘুমানোর সময় যদি প্রাণহীন জিনিসটা না থাকে তাহলে মন কতো ছট্‌ফট্, কতো উদ্বেগ, একদণ্ডের মধ্যে মনে হয় দম্ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ বাড়িতে অসুস্থ পিতা-মাতা আছেন, তাদের দিকে একটুও ফিরে তাকাবার সময় নেই। বরঞ্চ মনে মনে জপ করে বলে- 'আর কতো হাড় জ্বালাবে কে জানে, কবে যে বিদায় হবে- একটু শান্তি পেতাম।' কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বাস্তব ঘটনা শুনে খুব অবাক হলাম, মনে মনে চিন্তা করলাম- মানুষ এতটাই নিষ্ঠুর, এতটাই হিংস্র, এতটাই হৃদয়হীন। বাস্তব ঘটনাটি এ রকম- এক বৃদ্ধা মা অসুস্থ অবস্থায় অনেকদিন যাবৎ বিছানা-লাগি। ধনী পরিবেশে বৃদ্ধা মা দু'তলায় থাকেন একা; ছেলে, বউ ও নাতি-নাতনী থাকে তিন তলায়। বৃদ্ধা মা এই অবস্থায় আছেন বলে প্রত্যেক দিন ছেলের সঙ্গে বউয়ের প্রচণ্ড অশান্তি, কোলাহল, দ্বন্দ্ব আরও কত কি, যা বলবার মতো নয়। একদিন বৃদ্ধা মা ছেলেকে জোরে জোরে ডাকছেন, বাবা আমাকে একটু পানি দিয়ে যা। আমি সকাল থেকে পানি পান করিনি। বউ বৃদ্ধা মা'র কথা শুনে ছেলেকে বলল, ঐ দেখ্ তোর মা'র ঘড়ঘড়ানি শুরু হইছে, তোমার আদুরে মা ডাকছেন। যা.. যা.. একটু সোহাগ করে আয়। ছেলে আদুরে বউয়ের কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। আর তারপর যা হলো, ছেলে ঠিকই মা'র কাছে গিয়েছেন, কিন্তু অমানুষ হয়ে। ছেলে মা'র কাছে গিয়ে বলেছে, মা তুমি হাঁটতে চেয়েছিলে না, চলো ছাদে নিয়ে যাই। মাকে ছাদে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু মা আর ছাদ থেকে হেঁটে ঘরে ফিরেনি, ছেলে মাকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে নিচে। ছেলে মনে করল কেউ দেখেনি, কিন্তু পাশের বাড়ির এক মা জানালা থেকে দেখে সাথে সাথে পুলিশে খবর দিয়েছেন। শেষে যা হবার হল। আবার এরকম একটা ঘটনা দৈনিক সংবাদে পড়েছিলাম, ছেলে অফিসে টিফিন নিয়ে যায় নি বলে বৃদ্ধা মা চিন্তিত হয়ে ছেলেকে নয়বার ফোন করলেন, তারপরও ছেলে ফোন ধরেনি! তাই শেষে বৃদ্ধা মা চিন্তিত হয়ে টিফিন নিয়ে অফিসের সামনে হাজির। কোন রুমে ছেলে অফিস করে বৃদ্ধা মা তা জানে না বলে আবার ফোন করলেন। ছেলে এবার ফোন তুলেছে ঠিকই কিন্তু রাগের মাথায় বৃদ্ধা মাকে যা তা বলেছে। বৃদ্ধা মা উত্তর দিয়েছে, না মানে বাবা, টিফিন ফেলে চলে এলি তো, তাই ফোন করলাম। আমি অফিসের সামনে নিচে দাঁড়িয়ে আছি। তুই টিফিন নিয়ে যা। মা কতো দরদ ও সহানুভূতি নিয়ে ছেলের কাছে গেলেন কিন্তু ছেলে তা সহ্য করেনি, মাকে যা তা শুনতে হল সবার সামনে। এভাবে কতো মাকে অপমান, ধিক্কার বাণী শুনতে হয়, তা হয়তো জানা নেই। কিন্তু প্রতিনিয়ত এসব হয়ে যাচ্ছে। যে মা নিজের গর্ভে পরম যত্নে দশ মাস দশ দিন রেখে ছোট্ট সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করেছেন। সেই বৃদ্ধা মাকে কতো অবযত্ন ও অবহেলায় থাকতে হয়। যার আশ্রয় ছাড়া আমরা পৃথিবীর মুখ দেখতাম না, সেই মাকে আজ

কত অপমান, লাঞ্ছনা শুনতে হয়। এমনকি তাদের শেষ আশ্রয় হয় শহর বা গ্রাম থেকে বহুদূরে 'বৃদ্ধাশ্রমে'। যা খুবই কষ্টদায়ক।

দু'মুঠো ভাতের জন্যে মা কাঁদে, কিন্তু মা'র কান্নার রব শুনতে পাই না। সমাজে এরকম অবস্থায় শুধু মা..ই..আছেন তা নয়, এভাবে কত অসহায় মানুষ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হচ্ছে তা জানা নেই। তবে বর্তমান সময়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দরদ জিনিসটা অনেকাংশে কমে এসেছে। যা ব্যস্তময় সমাজের জন্য ক্ষতি মনে না করলেও তবে ক্ষতি হতে দেরি কোথায়! হয়তো এমন একসময় আসবে কেউ কারোর পাশে থাকবে না। সবাই যে যার মতোই চলবে। পোস্ট মাস্টার গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই হৃদয় বিদারক উক্তির মতো- "পৃথিবীতে কে কাহার!" আগে দেখতাম বাসে বা ট্রেনে, কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বা প্রতিবন্ধী মানুষ উঠলে সাথে সাথে কেউ ওঠে বসার জন্য জায়গা করে দিতো। কিন্তু এখন ওঠাতো দূরের কথা নিজের বসার সিটটা এমন ভাবে এঁটে সেটে ধরে থাকে; যেন কেউ বসতে না পারে। সবাই বলে বদলে দাও, বদলে যাও। বাক্যটি আসলে ঠিকই কিন্তু কতটুকু হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি, সেটা চিন্তার বিষয়। সমাজের, শহরের ও রাষ্ট্রের রূপের পরিবর্তন হলেও মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা পরিবেশ পরিস্থিতি দেখলে বুঝা যায়। তাই ভূপেন হাজারিকার সেই কালজয়ী গান বার বার মনে চলে আসে-

"মানুষ মানুষের জন্যে,
জীবন জীবনের জন্যে
একটু সহানুভূতি, কি –
মানুষ কি পেতে পারে না, ও বন্ধু।"

গানটি আমাদের জন্য অনেক অর্থপূর্ণ, শিক্ষণীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক হলেও গানটি দিনে দিনে নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে। গানে যেখানে মানুষের প্রতি দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসার কথা বলেছে আমরা কতটুকু আমার অস্থিমজ্জায় মিশে নিয়েছি, সেটা দেখার বা ভাবার বিষয়! এই ব্যস্তময় পৃথিবীতে গানটির কথাগুলো হয়তো মানুষের মনে আর দাগ কাঁটে না, আর কাটলেও আগে নিজের স্বার্থের কথাই বেশি চিন্তা করে। তাই যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে পরসেবা হতে পারে না। অন্যের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা সে উপলব্ধি করতে পারে না। দরদ জিনিসটা আসবে হৃদয় থেকে, মন থেকে ও ভালবাসা থেকে। মাদার তেরেজা বলতেন, "মানুষের প্রতি ভালবাসা, দরদ ও সহানুভূতি দেখানো ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার উত্তম উপায়।" তিনি আরও বলতেন, "আমি অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে যিশুকে দেখতে পাই"। তাই দরদবোধ জিনিসটা আগে নিজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে অন্তর থেকে উপলব্ধি করে পরসেবায় ব্রতী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বাংলা অভিধানে 'দরদবোধ' শব্দটিকে হাল্কাভাবে না দেখে বরং সেখানে একটা মধুর অর্থ প্রকাশ করে। যে শব্দটিকে ভেঙ্গে দু'টি শব্দ এসেছে 'দরদ ও বোধ'। এ দুটি শব্দ বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ আসে 'দরদ'- সমবেদনা, মমতা, ও সহানুভূতি এবং 'বোধ'- জ্ঞান ও চেতনা। তাই শব্দ দুটিকে একত্রিত করে যে অর্থ প্রকাশ পায় সেটি হল 'চৈতন্যের মধ্য দিয়ে কাউকে কাছে টানা বা কাউকে অন্তর থেকে বরণ করে নেওয়া'। সেটি হতে পারে ভালবাসা ও মমতায় কাউকে কাছে টেনে নেওয়া, পবিত্র হৃদয়ে একটু স্থান দেওয়া। তবে এ দরদবোধ হতে হবে হৃদয় থেকে ও মন থেকে। যেখানে থাকবে ভালবাসার ছোঁয়া, হৃদয়ের সহানুভূতি, পরস্পরের সম্মিলন।

বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে, ঈশ্বরের 'দরদবোধ' মনোভাবটা খুব পরিষ্কার আকারে ফুঁটে ওঠেছে। বিশেষ করে দেখতে পাই, মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের প্রতি। ইস্রায়েল জাতি যখন মিশর দেশে বন্ধী অবস্থায় ছিলেন, তখন মিশরীয়রা তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করতো। ঈশ্বর তাদের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা উপলব্ধি করে একদিন মোশীকে ডেকে বললেন, তুমি মিশরে যাও আমার আপন জাতির কাছে, তাদেরকে উদ্ধার কর ঐ মিশরীয়দের হাত থেকে। আমি তাদের কান্নার রব শুনতে পেয়েছি। এখানে ঈশ্বর মনোনীত জাতির প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন। আবার "ঈশ্বর জগতকে এতই ভালবাসলেন, তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে প্রেরণ করলেন; যেন মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে *(দ্রঃ যোহন ৩:১৬-১৭)*"। কিন্তু নিষ্ঠুর মানুষেরা তাঁকে গ্রহণ করেনি; বরং তাঁকে মেরে ফেলেছে। ঈশ্বর তারপরও কিছু বলেন নি। কারণ ঈশ্বর ক্ষমাশীল। এখানে ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর চুড়ান্ত আত্মদান, দরদের ছোঁয়া ও হৃদয়ের মমত্ববোধ তুলে ধরেছেন। মানুষকে তিনি খাঁটো করে দেখেননি, বরং তাকে বসিয়েছেন উচ্চ আসনে। তাকে করে তুলেছেন সকল প্রাণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে। আবার নব সন্ধিতেও যিশুর দরদবোধ জিনিসটা খুব কাছ থেকে মানুষ উপলব্ধি করেছে। যিশুর দরদি মন, সহানুভূতিপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় যা মানুষের মনে প্রতীতি সৃষ্টি করে। দেখা যায়, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও দীনতা দেখে যিশুর অন্তর কেঁদে ওঠেছে। তাই দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করার জন্য তিনি এর অংশ হয়েছেন। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে ১৪:১৪-১৫ পদে দেখি, 'যিশু দেখতে পেলেন সামনে বহু লোকের ভীড়। তাদের জন্যে তাঁর কেমন যেন দুঃখ হল। তাদের মধ্যে যারা রোগ ব্যাধিতে ভুগছিল, তিনি তাদের সুস্থ করে তুললেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে শিষ্যরা প্রভুকে বললেন, এবার আপনি বরং লোকদের যেতে বলুন, যাতে তারা কাছের যত গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্যে কিছু খাবার কিনে নিতে পারে!' কিন্তু যিশু শিষ্যদের বললেন, তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও! যিশু আবার কুষ্ঠরোগীকে দেখে তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠল *(মার্ক ১:৪০)*। শোকার্ত বিধবাকে দেখে তাঁর কেমন মায়া হল, বললেন কেঁদো না মা *(দ্রঃ লুক ৭:১৩)*। যখনই তিনি দুঃখ-কষ্টভোগী লোকদের দেখেছেন তখনই তাঁর হৃদয়ে দেখা দিয়েছে দরদের ছোঁয়া, ভালবাসার অজস্র ধারা। কিন্তু এই জগতের নিষ্ঠুর মানুষেরা তাঁকে সহ্য করতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। তারপরও তাঁর দরদ, সহানুভূতি ও ভালবাসার কমতি নেই। তিনি ক্রুশের উপর থেকে বলেছেন, "পিত! ওদের ক্ষমা করো! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না! *(লুক ২৩: ৩৪ পদ)*। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা ও আদর্শ তিনি দিয়ে গেলেন। যা আজ পর্যন্ত অন্য কেউ দিতে পারেনি।

বর্তমান বাস্তবতার আলোকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর এ ছাঁয়াতলে অনেক মানুষ আজ বড় অসহায়। কেউ ক্ষুধা নিবারণের জন্যে, কেউ ভালবাসা পাবার জন্যে, কেউ আশ্রয় পাবার জন্যে, কেউ চাকরি পাবার জন্যে, কেউ পরিবারের সুখ শান্তি কামনা করে। তাই আসুন আমরা সকলে আমাদের দরদপূর্ণ হৃদয় অন্যের প্রতি উজার করে ঢেলে দিই। অন্যকে ভালবাসি, অন্যকে বুকে তুলে নিই, কারণ মানুষই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি॥ ❑

বিয়ের সাক্ষী

তেরেজা সোমা ডি' কস্তা

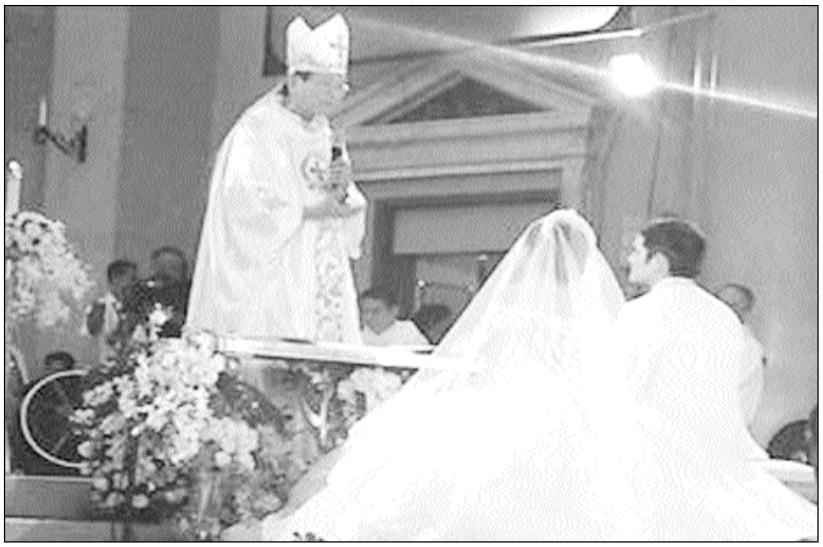

ঘটনা-১

গায়ে হলুদের রাতে গানের আসর বসেছে। স্বাভাবিকভাবেই আসরে মদ্যপান চলছে। বরের এক শিল্পীবন্ধু অন্য গ্রাম থেকে এসেছেন বন্ধুর বিয়ের হলুদের আসরে গান গাইতে। এদিকে বরের আপন পিসাতো ভাইও একটু আধটু গানটান করেন। প্রথমেই অতিথি শিল্পী গান ধরেছেন। তিনি গান গাইছেন তো গাইছেনই। হারমোনিয়াম ছাড়ছেন না। অবশ্য অতিথি শিল্পী এত ভাল গাইছিলেন যে সত্যি সবাই খুব উপভোগ করছিলো। এদিকে বরের পিসাতো ভাই আগে গান গাইতে না পারায় গজগজ তো করছিলেনই শেষমেষ তিনি রাগ করে বাড়ি চলে গেলেন।

এতো গেল রাতের ঘটনা। পরের দিন সকালে বিয়ের খ্রিস্টযাগে বরের সেই পিসাতো ভাইয়ের স্ত্রীর হওয়ার কথা বিয়ের সাক্ষী। বর-কনে গির্জায় চলে এসেছেন। তৃতীয় ঘন্টাও পড়ে গেছে। ফাদার প্রবেশগীতি শুরু করার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু সাক্ষী অনুপস্থিত। এদিকে সাক্ষীকে ফোনের উপর ফোন করা হচ্ছে কিন্তু সাক্ষী ফোন ধরছেন না। খবর পাওয়া মহিলা সাক্ষী অর্থাৎ বরের পিসাতো ভাইয়ের স্ত্রী অভিমান করে গির্জায় আসেন নি কারণ তার স্বামীকে আগের রাতে সবার আগে গান গাওয়ার অনুরোধ করা হয় নি বা সুযোগ দেওয়া হয়নি। বরের বাড়ির সবাই মহা ঝামেলায় পড়ে গেল। শেষে বরের বোন সাক্ষীর বাড়ি গিয়ে বৌদিকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাপ-মিনতি চেয়ে গির্জায় নিয়ে এলেন। বৌদি সাক্ষী হলেন ঠিকই কিন্তু সেটা কি মন থেকে? সেই বিয়েতে সত্যিই কি সাক্ষীর শুভ কামনা ছিল বর-কনের জন্য?

ঘটনা-২

মহিলা সাক্ষী পার্লার থেকে এমনভাবে সেজে এসেছেন যেন তার চুলের বাঁধন আর শাড়ী প্রদর্শন দুই-ই সর্বসাধারণের দৃষ্টিনন্দন হয়। গির্জায় বর-কনের জন্য নির্ধারিত স্থানের পাশে সাক্ষী বসা মাত্রই ফাদার বললেন সাক্ষীকে মাথায় কাপড় দিতে হবে। সাক্ষী আর যায় কোথায়! কোনমতেই তিনি মাথায় কাপড় দিবেন না। অতঃপর সেই বিয়েতে তিনি আর সাক্ষীই হলেন না। কারণ বিয়ের সাক্ষী হওয়ার চেয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। এখন কি করা যায়? ছেলের বোন সাক্ষী খুঁজতে লাগলেন। শুধু সাক্ষী তো খুঁজলেই হবে না। সমস্যা আরো একটা আছে। উপ-ধর্মপল্লীতে বিয়ে হলে বিয়ের সাক্ষ্য লেখার খাতায় সাক্ষ্য দিতে পরের দিন ফিরানীর আগে ধর্মপল্লীতে যেতে হয়। তাই যিনি সাক্ষী হবেন পরের দিন শীতের সকালে তিনি সব কাজকর্ম ফেলে ধর্মপল্লীতে দৌড়াতে রাজী হবেন কিনা তাও দেখতে হবে। শেষমেশ কাউকে না পেয়ে বরের বোন নিজেই সাক্ষী হলেন।

আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনাগুলোই মূলতঃ এই লেখাটি লিখতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আঠারগ্রামের মেয়ে। নিয়মিত দেশে থাকি না। তাই বিয়ে বাড়ি কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানেও আমার যাওয়া হয় না। গত ১৬ বছরে আমি মাত্র ৩টি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। আর দুইটি বিয়ের ঘটনাই আমি আপনাদের সাথে সহভাগিতা করলাম। এই ঘটনাগুলো দেখার পর থেকে আমার মনে শুধু একটা প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তা হচ্ছে বিয়ের সাক্ষী হতে হলে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না? (আঠারগ্রামের রীতি অনুয়ায়ী) শুধুমাত্র বরের বৌদি, দুলাভাই, বন্ধু কিংবা বন্ধুর বৌকেই বিয়ের সাক্ষী হতে হবে?

আমরা যখন কারো সাথে কোন টাকা-পয়সা লেনদেন কিংবা জমিজমা বেচাকেনা করি তখন দুই বা ততোধিক সাক্ষী রাখি। এসব দরকারী এবং গুরুত্বপূর্ণকাজে আমরা কিন্তু যাকে তাকে সাক্ষী রাখি না। এমন কাউকে সাক্ষী রাখি যিনি অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত।

অথচ আমাদের এলাকায় ডিসেম্বরের ২৭ তারিখে বিয়ে হয়েই বউটি বা স্বামীটি ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে অন্য আরেকটি বিয়ের সাক্ষী হচ্ছেন। এটি কতটুকু যুক্তিসংগত? যার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই তিনি কিভাবে অন্য আরেকজনের বিয়ের সাক্ষী হবেন? বিয়ে যেহেতু সারাজীবনের একটা বন্ধন তাহলে বিয়ের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণকাজে আমরা কেন শুধুমাত্র আত্মীয়তার খাতিরে সদ্য বিবাহিত এবং বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষী রাখি। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রেই নব দম্পতিদের জীবনে কলহ বা ভাঙ্গনের পেছনে এসব আত্মীয় সাক্ষীরাই দায়ী থাকেন। বিয়ের পর একই পরিবারে কিংবা পাশাপাশি বসবাসের কারণে টাকা-পয়সা, জায়গা-সম্পত্তি, ছেলে-মেয়ে পরকীয়াসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরাই একে-অপরের দাম্পত্য জীবনে কলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার আমাদের এলাকায় বিয়ের সাক্ষী আমরা মুখে মুখেই ঠিক করি। যেখানে সাক্ষীর কোন দায়বদ্ধতা নেই। সাক্ষীর ইচ্ছে হলে বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে সবাইকে এক হাত দেখিয়ে দিতে পারেন অথাৎ শুভ কাজের আগে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ ভাওয়াল, রাজশাহীসহ আমাদের দেশের অনেক

এলাকায় বর-কনের বাড়িতে বিয়ের আগে যে গোয়ামেল অনুষ্ঠান হয় সেখানে বসে সমাজের লোকজন বাড়ির সবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করেন বিয়ের সাক্ষী হবেন কারা।

আমার মতে, বিয়ের সাক্ষী হওয়া উচিৎ এমন দুজন ব্যক্তির, যারা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। যাদের বিবাহিত জীবন সমাজে অনুসরণীয় এবং আদর্শস্বরূপ। যিনি সত্যি বর-কনের মঙ্গল চান এবং শুধু বর-কনের বিয়ের দিনই নয়, সারাজীবন তাদের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করবেন। তাদের নতুন জীবন শুরুর শুভমুহূর্তটির সত্যিকারের সাক্ষী হবেন। এখানেই সাক্ষীদের দায়িত্ব শেষ হবে না। ভবিষ্যতে এই দম্পতির বিবাহিত জীবনের কোন সমস্যা হলে এই নবদম্পতি যারতার কাছে নিজেদের সমস্যার কথা না বলে প্রয়োজনে এই সাক্ষীদের সাথে সহভাগিতা করবেন। সাক্ষীরাও এই দম্পতিকে সর্বদা সুপরামর্শ দিতে এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবেন। এরা হতে পারেন বর-কনের কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা, তাদের কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যাকে তারা আদর্শ মানেন, তাদের কোন মামা-মাসি, কাকা-কাকি যে কোন বয়সের বা আত্মীয়ের। হতে পারে এমন কোন ব্যক্তি যিনি বর-কনের নিকট কোন আত্মীয় নন কিন্তু তাদের সাথে কথা বলে আনন্দ পান বা স্বস্তিবোধ করেন। বর-কনেকে বুঝতে হবে যে সত্যি কারা আপনাদের মঙ্গল কামনা করেন।

আবার আমাদের দেশে বিয়ের সাক্ষীরা বর-কনের পাশে বসেন। বরের পাশে বসা পুরুষ সাক্ষীর তেমন কোন কাজ না থাকলেও কনের সাক্ষীর কিন্তু বিস্তুর কাজ। কনের শাড়ি ঠিক আছে কিনা, রিটভেল ঠিক আছে কিনা, মেকআপ ঠিক আছে কিনা খেয়াল রাখার পাশাপাশি নিজের সাজপোশাক নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে বিয়ের মন্ত্র পড়ানোর সময় সাক্ষীর যে কি ভূমিকা তা তাদের মনেই থাকেনা। অব্শ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে বিয়ের সাক্ষীর যে কি ভূমিকা এ বিষয়ে আমাদের মণ্ডলী তেমন কোন শিক্ষাই দেয় না। তাই বিয়ের সময় কনের শাড়ি টানাটানি করা ছাড়া সাক্ষীর আর কোন কিছু করার থাকে না।

কনের মালা পরানোর সময়, হেঁটে যাওয়ার সময় যদি সাহায্যকারী দরকার হয় তবে বর-কনের পাশে দিদি, বান্ধবী, বৌদি- দুলাভাই বসতেই পারেন। তবে সেটা সাক্ষী হিসেবে নয়। আজকাল বিয়ের সময় সব গির্জাতেই সাউণ্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। বিয়ের মন্ত্র গির্জায় উপস্থিত সবাই শুনতে পান। তাই সাক্ষীকে একেবারে বর-কনের সাথে না বসলেও চলে। প্রয়োজনে সাক্ষী দু'জনকে আলাদা বসার জায়গা দেওয়া যেতে পারে যেন সবাই দেখতে পান এই বিয়ের সাক্ষী কারা হবেন বা হচ্ছেন। কনের শাড়ি-রিডভেল টানাটানি করা কিন্তু সাক্ষীর কাজ নয়।

আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিয়ের আগে প্রার্থীদেরকে যে এধরনের পূর্বপ্রস্তুতি দেওয়া হয় অন্য কোন ধর্মে সেই ব্যবস্থা নেই। একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমি মণ্ডলীর এই সেবাকে সাধুবাদ জানাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিয়ের প্রস্তুতি ক্লাসে যদি বিয়ের সাক্ষী নিবার্চন ও নবদম্পতির জীবনের সাক্ষীদের ভূমিকা-প্রয়োজনীয়তা কি এবং যোগ্যতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তবে অনেক দম্পতিই উপকৃত হবেন। এ ব্যাপারে রবিবারেও ফাদারগণ উপদেশ দিতে পারেন। তবে কোন সুহৃদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিয়ের সাক্ষী সম্বন্ধে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা বিষয়ে যদি বিস্তরিত প্রতিবেশীতে লিখেন তবে আরো বেশি কৃতজ্ঞ থাকবো॥

শৈত্য প্রবাহ

মিলটন রোজারিও

শীত, বেশ শীত এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।
যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে গায়ে জড়িয়েছে,
যাদের কিচ্ছু নেই, তারা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া
কাগজ, পাতা, গাছের ডালা, ব্যানার, পুরাতন টিউব
পুড়িয়ে গা গরম করার চেষ্টা করছে।
যাদের ঘর নেই, থাকার কোন স্থান নেই
যারা সারাদিন মুটে বয়, তারা নিজের লুঙ্গি
মাথার ঝাকা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি হয়ে
একটি নেড়ি কুকুরের মত জড়োসড়ো হয়ে
কুণ্ডুলি পাকিয়ে ছাউনির নিচে শুয়ে আছে।
ছোট্ট শিশুটি মায়ের বুকের ভিতর মুখটি লুকিয়ে
নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু মা!
পড়নের শাড়ীটি পেঁচিয়ে লজ্জা এবং শীত দুটোকে
নিবিড়ভাবে রক্ষার চেষ্টা করছে!
একটি ছেলেকে দেখলাম রাস্তার সেই নেড়ি কুকুরটিকে
বুকে জড়িয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে,
ও জানে কুকুরের গায়ে ওম আছে।
পাঁচ ছয়জন টোকাই ছাউনির দেয়াল ঘেঁষে
ঠাঁসাঠাসি করে ঘুমুচ্ছে একটি ব্যানারে ঢেকে
এক বুড়ি মা শীতে কাবু হয়ে জড়োসরো বসে আছে,
চোখে তার ঘুম নেই, বুকে তার দারুন এক আশা
প্রতিবারের মত যদি কেহ আসে
এই শীতের রাতে গরম কাপড়ের সাহায্য নিয়ে!
কতজন পায় এই শীতবস্ত্র,
আর কতজন না পেয়ে এমনি করে
কাটিয়ে দেয় দেশের ৬ কিম্বা ৭ ডিগ্রী
সেল্সিয়াস তাপমাত্রার এই শৈত্য প্রবাহ!

রূপালি রাত

জ্যাক ফ্রান্সিস গমেজ

জোৎস্না ভরা আলোয়
কাঁটে না যে রাত
চাঁদের রূপালি আলো
বিরক্ত করছে আমায়।
এ আলো মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার কথা
তাই থাকতে চাই না একলা
সঙ্গী খোঁজে রাত কাঁটাতে
তোমাকে খুঁজে পাই না এই ধরাতে।
অবশেষে সঙ্গী হলো নিজের ছাঁয়া
শোনাই তারে তোমার কথা
হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল আমার ছাঁয়া
কারে বুঝাই আমার ব্যাথা।

হিংসার ফল

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

এক ছিল হিংসুটে বুড়ি মা। তার একমাত্র কন্যা আদিবা। এই আদিবা ছাড়া তার আর কেউ নেই। পরের সুখে সে সর্বদা জ্বলে পুড়ে মরত। তাদের পাশের বাড়িতে থাকত এক ভদ্রলোক যিনি একজন অফিস কর্মকর্তা তার নাম সুমন। তিনি খুব ভাল মানুষ। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা খুবই মেধাবী।

একদিন এই হিংসুটে বুড়িমার মাথায় এক খারাপ বুদ্ধি ঢুকল। বুড়িমা রাতের বেলা ঐ ভদ্রলোক সুমনের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে সুমন খুবই দুঃখ পায়। আরেক দিন বুড়ি মা ভদ্রলোক সুমনের ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন তাদের উপর দূর থেকে গরম পানি ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে-আমিতো বুড়ি মানুষ, তোমাদের দেখিনি। যাই হোক সরলমনা ছেলেমেয়েরা তাকে ক্ষমা করে দেয় এবং কাউকে একথা কখনো বলেনি।

এই ছোট ছেলেমেয়েরা যখন চলে যায় তার মাথায় আরেক দুষ্ট বুদ্ধি এল। কিন্তু সে তার একমাত্র কন্যা আদিবাকে ভীষণ ভালবাসত। সে একটি গ্লাসে লেবুর শরবত বানিয়ে সেটির মধ্যে বিষ মিশিয়ে রাখে ভদ্রলোক সুমনের ছেলেমেয়েদের মারার জন্য। শরবতের গ্লাসটি ঘরে একটি টেবিলের পাশে রেখে বুড়িমা সুমনের ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে, "এসো তোমরা, আজ তোমাদের একটি মজার জিনিস খেতে দিব।" আর ঐ দিকে তার একমাত্র কন্যা আদিবা প্রাইভেট পড়ে ঘরে আসল। ঘরে ঢুকেই তার ভীষণ তৃষ্ণা পায়। হঠাৎ সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সে ঐ শরবতের গ্লাসটি হাতে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেলল।

এদিকে বুড়িমা এসে দেখে তার আদরের একমাত্র কন্যা আদিবা বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আর মেয়েটি একসময় মারা যায়। মেয়েদের এই অবস্থা দেখে বুড়িমা হাউমাউ করে কাদতে লাগল। বুড়িমা কাঁদতে-কাঁদতে ভদ্রলোক সুমনের বাড়ি যায় এবং তার কাছে সবই স্বীকার করে "আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেই এবং তোমার ছেলেমেয়েদের মারার জন্য শরবতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি।" আমার এই হিংসার কারণেই আমি প্রিয় ও একমাত্র কন্যা আদিবাকে হারালাম।

প্রিয় সোনামণিরা, দেখলে তো হিংসার ফল তেমন ভাল নয়। তাই কখনো হিংসা করো না যেন নিজেকেই সেই ফল ভোগ করতে হয়। এসো আমরা উদার মনের মানুষ হই॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাভিও জন গমেজ
বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া

স্বপ্নের ঢাকা

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

চোখের দেখা, ব্যস্ত ঢাকা
কথা ফাঁকা, কামায় টাকা
ঘুরছে সদাই গাড়ীর চাকা
সবাই তেলায় জীবন চাকা।

পথে কারো হলে দেখা
চোখ ফিরিয়ে যায়রে নেকা
স্বার্থ নিয়েই, বাঁচে একা
ছল-চাতুরী, এক্কা-দোক্কা।

নীচে গাড়ি, উপরেও গাড়ি
শৃংখলা নেই, নেইতো সারি
ছোট্ট বাসা, নেইকো বাড়ি
অনিরাপদ; সব শিশু-নারী।

দিনে আলো, রাতেও আলো
ভেতর-আত্মায় চরম কালো
দেখতে মুখোশ সবই ভালো
অনেক টাকা উড়ে কালো।

স্বপ্নের ঢাকা, ভেতরে ফাঁকা
ভাইঝি ভাবে, ভরসা কাকা
দু'দিন গেলেই নজর বাঁকা
ইচ্‌রে পাঁকা, লাগবে যে টাকা।

যেথায়-সেথায় ফন্দি আঁটে
কাকে কোথায় ধরবে ঘাঁটে
ঘুষের টাকা চুপসে লোটে
জীবনের কামাই সবই লাটে।

রাজা-প্রজা সকলের বাস
কেউ কাক, কেউ রাজহাঁস
স্বার্থাঘাতে ই-নেটে ফাঁস
ফান্দে প'ড়ে, ঘটছে বিনাশ।

আসল-নকল চেনা না যায়
সকল সনদ ঠাঁই কেনা যায়
ব্যবসা চলছে, কোণায় কোণায়
নিজে বাজিমাত সোনায় দানায়।

একা জিতে সবাই ঠকে
যে ঠকে, সে বকে-ঠকে
গড্ডাল চলছে, শ্রোতের ঝোকে
আজকের ঢাকায় রঙিন চোখে।

স্বপ্ন পূর্ণ, স্বপ্ন চূর্ণ, স্বপ্নে ভরা ঢাকা
স্বপ্নে বিভোর স্বপ্নবাজরা, হূ-ভীষণ পাঁকা
স্বপ্ন তলে, স্বপ্ন জলে দিচ্ছে-খাচ্ছে শেকা
গতকালের সহজ জীবন, চলছে আজ সব বাঁকা।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মধ্যপ্রাচ্যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কার্ডিনাল তাগলে'র শান্তির আহ্বান

গত ৯ জানুয়ারি ঐতিহ্যবাহী রিজাল পার্কের ব্ল্যাক ন্যাজারীন শোভাযাত্রার কয়েক ঘন্টার আগে ম্যানিলার আর্চবিশপ কার্ডিনাল লুইস আন্তনীও তাগলে ভোরের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। হাজারো মানুষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল মহোদয় শান্তির জন্য জোর আহ্বান রাখেন। সকলকে অনুরোধ করেন যেন তারা শান্তির জন্য

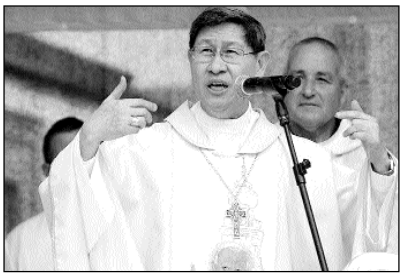

প্রার্থনা অব্যাহত রাখেন। বিশেষ করে ইরান-আমেরিকার মধ্যে যে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব চলছে তা যেন যুদ্ধতে পরিণত না হয় তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা পরিচালনা করেন। তিনি বিশ্বাসীবর্গকে বিশেষ প্রার্থনা করার আহ্বান করেন যাতে করে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা বৃদ্ধি না পায়। কার্ডিনাল তার উপদেশে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের আমাদের প্রিয় ভাইবোনদের নিরাপত্তার জন্য এসো প্রার্থনা করি। প্রতিবেশীকে ধ্বংস করার ও প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা যেন তাদের মধ্য থেকে দূর হয়।

ফিলিপিনো সরকার মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকটের কারণে ১৫০০জন ফিলিপিনো কর্মীকে ইরাক থেরে সরিয়ে নেবার আদেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য ইরাকে ২০০০জন ফিলিপিনো কাজ করছে যাদের মধ্যে অনেকেই মার্কিন সুবিধাপ্রাপ্ত এবং ১০০০জন ইরানে বসবাস করছে যাদের মধ্যে বেশ কিছু ইরানীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত প্রিয় স্বজনদের জন্য উদ্বিগ্ন ফিলিপিনোদের জন্যও কার্ডিনাল তাগলে বিশেষ প্রার্থনা করেন। তিনি আরো বলেন, যিশুর ভালবাসার প্রেরণকর্ম আমাদের প্রেরণকাজ। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের বিপদ ও ক্ষতির কারণ হতে নিজেদেরকে পরিচালিত করবো না।

গত বৃহস্পতিবারের (৯ জানুয়ারি) ব্ল্যাক নাজারীনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গই ম্যানিলার আর্চবিশপ হিসেবে কার্ডিনাল লুইস আন্তনীও তাগলের শেষ খ্রিস্টযাগ। কেননা খুব শিঘ্রই তিনি ভাতিকানে চলে যাচ্ছেন পোপীয় বিশ্বাস বিস্তার দপ্তরের প্রিফেক্টের দায়িত্ব নিয়ে।

পোপ ফ্রান্সিস সিস্টিন চ্যাপেলে শিশুদের দীক্ষাস্নান প্রদান করেন

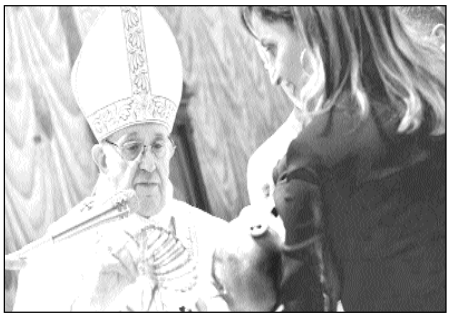

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুসারে পোপ ফ্রান্সিস প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্বে সিস্টিন চ্যাপেলে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং স্মরণ করেন যিশু জর্দান নদীতে তাঁর জ্ঞাতি ভাই দীক্ষাগুরু যোহন দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রিস্টযাগের সময় পোপ মহোদয় ৩২জন শিশুকে দীক্ষাস্নান প্রদান করেন। এ শিশুরা ভাতিকান সিটির কর্মীদো সন্তান যারা গত বছর জন্মগ্রহণ করেছে। দীক্ষাস্নান ক্রিয়ার ঠিক পূর্বে উপদেশের সময় পোপ মহোদয় বলেন, দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত সম্পন্ন করা হলো ধার্মিকতার কাজ। তাই একটি শিশুকে দীক্ষা দেওয়া হলো পুণ্যময় কাজ। কেননা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা একটি শিশুকে মহামূল্যবান সম্পদ, পবিত্র আত্মাকে দান করি। আর এই শিশুর জন্য দীক্ষাস্নান দরকার কেননা তার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার শক্তিতে বৃদ্ধি পাবে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, শিশুরা যেন ধর্মশিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পরিবারে প্রদর্শিত জীবনসাক্ষ্য দ্বারা পবিত্র আত্মার শক্তি ও আলোতে বৃদ্ধি পেতে পারে এ ব্যাপারে যত্ন নিতে হবে। যুব পরিবারগুলোর প্রতি পোপ মহোদয় তার পালকীয় দরদ প্রকাশ করে বলেন, অনুষ্ঠান বা উপাসনার সময়ে তোমাদের শিশুরা একটু দুষ্টুমি করলে তোমরা দুঃখিত হয়ো না। শিশুরা চ্যাপেলে আসতে অভ্যস্ত নয়। তারা যদি কান্নাও শুরু করে, তাদের শান্ত করতে ও আরাম দিতে চেষ্টা করো। কিন্তু তারা যদি কান্না না থাকায় তাহলে বিরক্ত হয়ো না। শিশুরা ঐক্যতানিক। একজন কিছু শুরু করলে অন্যেরা তাতে অংশ নেয়। শিশুরা যখন গির্জাঘরে কান্না করে তখন তা ভাল উপদেশে পরিণত হয়। পোপ মহোদয় পিতামাতাদের উৎসাহিত করে বলেন, ভুলে যেয়ো না; তোমরা শিশুদের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে বহন করেছে।

ইণ্ডিয়ার সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সকলকে সম্মান জানানোর আহ্বান কার্ডিনাল গ্রাসিয়াসের

ইণ্ডিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল ওসওয়াল্ড গ্রাসিয়াস নতুন নাগরিকত্ব আইন, যা মানুষকে বিভক্ত করছে সে বিষয়ে মণ্ডলীর ভাবনা তুলে ধরেন। নতুন নাগরিকত্ব আইন মানুষের মধ্যে টেনশন ও প্রতিবাদ বৃদ্ধি করছে। এমনিতর অবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী আহ্বান জানাচ্ছে যেন ইণ্ডিয়ার সকল নাগরিকের মধ্যে একাত্মতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে ২০জন মৃত্যুবরণ করেছে। নতুন আইনের সমালোচক ও বিশ্লেষকরা বলছেন, এই আইনটি মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্রকে খর্ব করছে। বোম্বের আর্চবিশপ কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস আরো জানান, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধিত ধারা মানুষের মধ্যে বড় ধরণের উদ্বিগ্নতা জন্মাবে এবং মানুষের মধ্যে ধর্মভিত্তিক মেরুকরণের একটি ঝুঁকি রয়েছে। দিল্লীর জহরুলাল ইউনির্ভাসিটি যখন হিন্দুত্ববাদী বিজেপী'র যুববাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই কার্ডিনাল একথাগুলো প্রকাশ করেন। দেশের সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্মান বৃদ্ধি করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস খ্রিস্টানদেরকে আহ্বান করেন যেন তারা শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য অবিরাম প্রার্থনা করে যান। সরকারকে পরামর্শ দেন নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধপক্ষের সাথে সংলাপ করতে এবং একত্রে ন্যায্যতা, সমতা ও সততার সাথে এগিয়ে চলতে।

বেনাওলিমে সিসিবিআই এর সম্প্রসারিত সেক্রেটারীয়েট ভবন শান্তি সদন, কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস উদ্বাধন করেন গত ১০ জানুয়ারি। কার্ডিনালের সাথে ১২জন বিশপ, কিছু সংখ্যক যাজক, ধর্মব্রতী ও খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সিসিবিআই এর প্রেসিডেন্ট গোয়ার আর্চবিশপ ফিলিপ নেরী ফেরাও ভবনের ফলক উন্মোচন করেন ও আশির্বাদ প্রার্থনা করেন। ইণ্ডিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলী তিনধারার খ্রিস্ট উপাসনারীতির বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। সেগুলো হলো ল্যাটিন রীতি, সিরো-মালাবার রীতি এবং সিরো-মালাঙ্কারা রীতি। সকলে মিলে গঠিত করে কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ইণ্ডিয়া (CBCI)। ইণ্ডিয়াতে ১৩২ ডায়োসিসে ১৯২জন বিশপ রয়েছেন। সিসিবিআই হলো এশিয়াতে সর্ববৃহৎ বিশপ সম্মিলনী এবং সারাবিশ্বে চতুর্থতম।

- তথ্যসূত্র : news.va

জিরানীতে যিশুকর্মী কেন্দ্রে বিজয় দিবস ও কেন্দ্র পর্ব উদ্‌যাপন

দীপক পিয়াস হালদার ▮ প্রতি বছরের ন্যায় গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে যিশুকর্মী কেন্দ্র কাথলিক চার্চ জিরানীতে বিজয় দিবস ও কেন্দ্র পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। শিল্প এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তজনগণ এই পর্ব অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এতে প্রায় এক হাজার ভক্তজনগণ যোগদান করেন।

পর্বের প্রধান অতিথি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি ৫জন যাজকের সঙ্গে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল তাঁর বাণী সহভাগিতায় বলেন, যে কোন পর্ব অনুষ্ঠান ভক্তজনগণকে একত্রিত ও মিলন স্থাপন করতে সহায়তা করে থাকে। একই সাথে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই আপনারা আরো অধিক সংখ্যক পর্বে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে কার্ডিনাল ১২জন প্রার্থীকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। সর্বশেষে বড়দিনের নভেনার মধ্য দিয়ে বিকেল ৫টায় পর্বীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে ২য় সেমিস্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস ▮ গত ৬ জানুয়ারি, সোমবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের ২য় সেমিস্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সহকারি পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, শিক্ষা পরিচালক ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, অধ্যাপকবৃন্দ, বিভিন্ন সেমিনারীর পরিচালকগণ ও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অধ্যায়নরত সকল শিক্ষার্থী। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার কমল কোড়াইয়া এবং তাঁকে সহায়তা করেন অন্য যাজকগণ। ফাদার কমল কোড়াইয়া তাঁর উপদেশে সেমিনারী-য়ানদের উদ্দেশে বলেন, বাংলাদেশের একমাত্র উচ্চ সেমিনারী হলো পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানী। প্রায় সব সম্প্রদায়ের সেমিনারীয়ানগণ, কয়েকটি সম্প্রদায়ের ব্রাদার ও সিস্টারগণ দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব পড়াশোনা করেন; যা একে-অপরকে চিনতে, জানতে ও প্রৈরিতিক কাজ করতে সহায়তা করে। তিনি আরো বলেন, এই সেমিনারী নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি, এখানে ঐশতত্ত্বের বিভিন্ন নতুন শব্দ নিয়ে বাংলায় গবেষণা হবে এবং বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হবে। সকলকে আদর্শ ও বিশ্বস্ত ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার হয়ে মণ্ডলীকে সেবা দেয়ার জন্য একান্তভাবে আহ্বান জানান তিনি। পরিশেষে, ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে উক্ত শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে॥

কাফরুল ধর্মপল্লীতে নির্জন ধ্যানসভা

হেলেন সমদ্দার ▮ গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, সকাল ৯:৩০ মিনিটে কাফরুল ধর্মপল্লীতে "নির্জন ধ্যানসভা" অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ। এই দিনের মূলসুর ছিল, "গৃহমণ্ডলীঃ দীক্ষিত ও প্রেরিত"। তিনি মূল বিষয়ের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং পরিবারের প্রেরণ কাজ, দায়বদ্ধতা, পরিবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, উপাসনা, প্রার্থনা ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পরিবারই হলো আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মূলভিত্তি। এছাড়া এই ধ্যান সভায় ম্যারিজ ইন-কাউন্টারের সদস্য স্বামী-স্ত্রী রবি ও

রুবি গমেজ উপস্থিত সকল দম্পতিদের উদ্দেশে তাঁদের আত্মজীবনী সহভাগিতা করেন এবং খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন-যাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। নির্জনসভায় আরও ছিল পাপস্বীকার ও পবিত্র আরাধ্য সংস্কার। এতে প্রায় ৬০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে ফাদার এবং রবি ও মিসেস রুবি গমেজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে ধ্যানসভা সমাপ্ত হয়।

গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ রাত ৮টায় বড়দিন উপলক্ষে কাফরুল ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগের প্রথমেই শিশুদের অভিনীত প্রভু যিশুর জন্মের উপর জীবন্তিকা অনুষ্ঠিত হয়। বড়দিনের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার তপন ডি'রোজারিও। অত্যন্ত তাৎপর্যতার সাথে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয় এবং খ্রিস্টযাগ শেষে গির্জার প্রাঙ্গণে সকলের অংশগ্রহণে কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়॥

উথুলি ধর্মপল্লীতে নববর্ষ পালন

টমাস কোড়াইয়া ▮ গত ১ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, উথুলি ধর্মপল্লীতে পালিত হলো

খ্রিস্টীয় নববর্ষ। সকাল ১০টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে পাল-পুরোহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া সকলকে স্বাগত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। এরপর পর্বের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি মুক্তির ইতিহাসের তাৎপর্যতা ও মুক্তির ইতিহাসে ও পরিবার জীবনে মায়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে তিনি বিগত বছরের সাফল্য ও বিফলতার বিষয় তুলে ধরেন এবং বিশেষ দিক-নির্দেশনা দেন। বছরের শুরুতেই সকলেই নবচেতনা নিয়ে জীবনের হাল শক্ত করে ধরার ও যিশুর পথে পবিত্রভাবে চলার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে জীবন সহভাগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিয়োগিতা অনুষ্ঠান। এতে যুবক-যুবতী এবং বয়স্ক ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। জীবন সহভাগিতায় তারা বিগত বছরের অভিজ্ঞতা এবং এ বছরের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে প্রীতিভোজ ও বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে পাল-পুরোহিত সকলের উদ্দেশে বলেন, গামাসার মধ্যে সবচাইতে দূরে অবস্থান করলেও আমরা বিচ্ছিন্ন নই। মাতামণ্ডলী এবং বিশপগণ তাদের আশীর্বাদের মধ্যে আমাদের রাখেন ও যত্ন নেন। সর্বোপরি ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এটা আমাদের অনুভব করতে হবে এবং নিজেদেরকেই স্বনির্ভর হয়ে ওঠতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আর যখন আমরা নিজেরা স্বনির্ভর হতে চেষ্টা করবো তখনই ঈশ্বর তাঁর দয়া ও ভালোবাসা আমাদের মধ্যে প্রকাশ করবেন। এরপর সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা ও আশীর্বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর বৃহত্তর পাহাড়ি এলাকায় আনন্দোৎসব উদ্‌যাপন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▮ খাগড়াছড়ি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের ধর্মপল্লী বৃহত্তর পাহাড়ি এলাকায় বড়দিন উদ্‌যাপন করা হয়। সিস্টার জিতা রেমা এসএসএমআই "জেগে উঠ প্রভু আসছেন" শিরোনামে খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ১৩০জন মাস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে সেমিনার পরিচালনা করেন। উক্ত সেমিনারে বড়দিনের প্রস্তুতি ও পাপস্বীকারের আয়োজন করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর খ্রিস্টভক্তদের জন্য বড়দিন রাতে ও দিনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পরদিন, ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের আপ্যায়ন করা হয়। পরিশেষে, বড়দিনের সহভাগিতা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সংক্ষিপ্ত গঠনমূলক মূল্যায়নের আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও সান্ধ্যকালীন ভোজ ও বড়দিনে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ষোড়শ ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

নিউটন মণ্ডল ▮ নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে ০৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৩:৩০ মিনিটে ষোড়শ ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফাদার মার্টিন নেগুইন সিএসসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. ফাদার প্যাট্রিক ড্যানিয়েল গ্যাফনি সিএসসি (উপাচার্য), রেজিস্ট্রার ফাদার আদম এস পেরেরা সিএসসি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. ফাদার মার্টিন নেগুইন সিএসসি বলেন, আমরা শুধু জ্ঞান ও তথ্য জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই না। বর্তমান ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে

তথ্যগুলো এতটাই মানুষের নখদর্পণে চলে এসেছে যে, তারা এখন প্রয়োজনের চেয়ে অধিক ব্যবহার করে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গঠন, রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের সকলের দায়িত্ব শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বিশ্বকে পরিবর্তন করা।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. ফাদার প্যাট্রিক সকলকে নটর ডেম পরিবারে স্বাগত জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যেকোন সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে লাইব্রেরি ও ল্যাবে অবস্থান করে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাসদিকুর রহমান আনন্দময় অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, মিশনারী প্রতিষ্ঠান থেকেই তার শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নটর ডেমও মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছেন॥

রবিবাসরীয়

(৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে গিয়েছে। মায়া মমতায় তার হৃদয় ভরে যাওয়ায় সব ভয়-ভীতি তুচ্ছ করে কুয়োতে নেমে মৃতপ্রায় লোকটিকে উদ্ধার করে। "ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুর কাজে নিজেকে নিবেদন করে।"

আজ সাধারণকালের দ্বিতীয় রবিবার। এর পূর্ববর্তী রবিবারগুলোতে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আমরা ঈশ্বরপুত্রের জন্মবার্ষিকী, তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং দীক্ষাস্নান পর্ব অনেক আনন্দে ও অর্থপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করেছি। পর্বগুলোর ঐশ আহ্বান এই যে, আমরা যেন প্রতিটি পর্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝে সেই মতো কাজ করি। মূলতঃ সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বর পূর্বে নিজেকে জগতের মানুষের কাছে যেভাবে প্রকাশ করেছেন কালের পূর্ণতায় তিনি আপন পুত্র যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে নিজিকে প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। কারণ, প্রথম যুগে বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের প্রকাশ করায় মানুষের কাছে সেগুলো বোধগম্য না হওয়ায় মানুষ বরাবর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে। অনেকবার ইস্রায়েল জাতির মানুষ ঈশ্বরের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও কিন্তু ঈশ্বর তাদের ত্যাগ না করে বরং অনেক ধৈর্য ধরে তিনি প্রকৃতপক্ষে কত যে প্রেমময়, দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, উদার, কষ্টসহিষ্ণু, এবং ভালবাসা ও পরাৎপর ঈশ্বর তা দেখিয়ে দেন

প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের ৪২-৫৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, বাবিলনে নির্বাসিত ইস্রায়েল জাতির অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট, নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণের যন্ত্রণা, বাসভূমি হারানোর গভীর বেদনা ও সকরুণ কান্না করুণাময় পিতা ঈশ্বর শুনতে পেয়ে গভীরভাবে মর্মাহত হন। তখন তিনি তাদের উদ্ধারকল্পে মুক্তির পরিকল্পনা বিষয় প্রবক্তা ইসাইয়ার কাছে প্রকাশ করেন যা প্রথম পাঠে প্রবক্তা তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর আমাকে 'ইস্রায়েল', 'সর্বজাতির আলো', 'ঈশ্বরের সেবক', 'কষ্টভোগী সেবক' নামকরণ করে ভাবী মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টেরই বিষয় ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, তিনি তার একমাত্র 'সেবককে' তাদের মুক্তিদাতারূপে প্রেরণ করবেন"। পিতার এই প্রতিশ্রুত ইচ্ছা তিনি মাতৃগর্ভে গর্ভগমনকালে বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর সেবক হতে মনোনীত হয়েছেন এবং তিনি সর্বজাতির আলো হয়ে সকল জাতির মানুষকে পিতার সান্নিধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তিনি সমগ্র পৃথিবীর এবং বিশ্ব মানব জাতির সর্বময় কর্তা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও নশ্বর মানব দেহ-ধারণ করে মর্তবাসী হন অর্থাৎ তিনি মরণশীল মানুষ হয়ে খুব সাধারণ মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। আকারে প্রকারে ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরত্বকে আঁকড়ে ধরে না রেখে দাসের স্বভাব গ্রহণ করেন। পিতা ঈশ্বর নিজ পুত্র-যিশুকে 'তাঁরই সেবক' করেন। তিনি নশ্বর মানুষরূপে মানব সমাজে প্রবেশ করে মানব মুক্তিকল্পে এবং সর্বোপরি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে নিজ জীবন সঁপে দেন। শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের মতো সাধারণ ও নশ্বর মানুষ হয়েও সর্বপ্রকার পাপ-অপরাধের কলুষতা থেকে বিরত থাকেন। কোন লোভ-লালসা, অর্থ-কুড়ি, মায়া-মোহ, চাকচিক্য জগতের কোন প্রলোভন তাঁকে পাপী-অপরাধী করতে পারে নাই। তাই তো তিনি এভাবে হয়ে ওঠেন সকল মানব জাতির পরিত্রাতা ও প্রভু। এই প্রভুরই বিষয় দীক্ষাগুরু সাধু যোহন বলেছেন- "তিনিই আমার অগ্রজ, আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খোলারও যোগ্য নই।" একটি ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করে যিশুখ্রিস্ট বিশ্ব মানবের প্রভু হন। তিনি যে ঈশ্বরপুত্র এবং ঈশ্বর যে তাঁর ওপর প্রীত জর্ডন নদীতে দীক্ষাস্নানের সময় তাঁর উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং পিতার কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পান এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র। তা সত্ত্বেও বিষয়টি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে কারণ হচ্ছে যে, মানুষ এখনও খ্রিস্ট যিশুকে প্রকৃত গ্রহণ করতে পারে নি অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ, শিক্ষা ও আদর্শকে নিজের করে নিতে পারেনি। অথচ মানুষের পক্ষে তাঁকে নিঃশর্তে, নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় গ্রহণ ও বিশ্বাস করাই হচ্ছে প্রকৃত কাজ। যিশু খ্রিস্টের মানবদেহ ধারণের সার্থকতা এই যে, তিনি মানুষ হয়ে মানুষের পরিত্রাণ সাধন করলেন অথচ জগত তাঁকে চিনলো না।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, 'মুক্তিবাণী বীজ' আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বপন করা হয়েছে মাতৃগর্ভে থাকতেই যাতে আমরা সকলে প্রবক্তা ইসাইয়া এবং সাধু যোহনের মতো ঈশ্বরের 'বিশ্বস্ত সেবক' হয়ে তাঁর মুক্তি পরিকল্পনা পূর্ণ করি। সাধু পল নিজেকে 'অকালজাত' আখ্যায়িত করেও স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর তাঁর মাতৃগর্ভ থাকতেই তাঁকে তাঁর বাণী প্রচারক হতে মনোনীত করেছেন। তিনি তাঁর পছন্দ 'খ্রিস্ট যিশুর সেবক' উপাধিতে নিজেকে আখ্যায়িত করে প্রকৃত সেবকের আদর্শে মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন। তাই তো বলেছেন," ধিক্ আমাকে, যদি না আমি মঙ্গলসমাচার প্রচার করি"। তাঁর এই সেবকের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের সকলকে তাঁর প্রকৃত সেবক হতে আহ্বান করছেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচর্যা ও পরিচালনার পবিত্র দায়িত্ব খ্রিস্টেতে দীক্ষিত আমাদেরই ওপর অর্পিত হয়েছে যাতে আমরা মঙ্গলবাণীর আলোয় সকল মানুষকে আলোকিত করতে কাজ করে যাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এই ভাবেই যেন প্রতিষ্ঠা করি পিতার প্রেমের, শান্তির এবং সম্প্রীতির ঐশরাজ্য॥

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এ নিম্নলিখিত পদে জরুরী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী মহিলা/পুরুষ প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলঃ-

ক্র.নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১	কালেক্টর (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	২০-৩০ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক পাশ হতে হবে। (বাণিজ্য বিভাগ অগ্রাধিকার দেয়া হবে) কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী হতে হবে।	ক্রেডিট ইউনিয়নে ছাত্র প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২	বুথ ইনচার্জ (চুক্তিভিত্তিক-ঢাকা কালেকশন বুথের জন্য)	১	৫০-৬৫ বৎসর	কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী। (অবসর প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।	সরকারী/বেসরকারী/বীমা/এনজিও/ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলী:

১. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই (ক) পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্ক শিটের ফটোকপি (গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (ঘ) অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি (ঙ) সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

২. চাকুরীর প্রকৃতিঃ চুক্তি ভিত্তিক।

৩. কর্মস্থলঃ নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ- ঢাকা বুথ।

৪. বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাঃ আলোচনা সাপেক্ষে।

৫. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ - এর নিয়মিত সদস্য-সদস্যা হতে হবে।

৬. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবল মাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার অংশগ্রহনের জন্য ডাকা হবে।

৭. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. দরখাস্ত যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯. যারা ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

১০. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ রাখে।

১১. ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

১২. আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

১৩. সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

১৪. খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সুপারিশসহ আগামী ৩১/০১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

১৫. আবেদনকারীকে অবশ্যই ঢাকা বসবাসরত হতে হবে।

১৬. অফিস সময়ঃ অফিস কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
নাইট ভিনসেন্ট ভবন
ডাকঘরঃ নাগরী, উপজেলাঃ কলীগঞ্জ, জেলাঃগাজীপুর।

বিপ/১৫/২০

সাপ্তাহিক
প্রকাশনার গৌরবময় ৭৯ বছর প্রতিবেশী

মা তোমাকে প্রণাম

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

বেনাদী মার্থা কস্তা

জন্ম : ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
রত্নগর্ভা ঘোষণা : ১৬ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
চড়াখোলা, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

মা, তুমি আমাদের তোমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছ। তুমি যদি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিতে তবে আমরা তোমার বিয়োগ ব্যথ্যা সহ্যই করতে পারতাম না। পরম করুণাময় ঈশ্বরও তোমাকে অনেক ভালবাসেন। তাই এ পৃথিবীর সবকিছু গুছিয়ে তুমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পেরেছ। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি ছিলে প্রখর বুদ্ধিমতী। দারিদ্রের কারণে তুমি খুব বেশী লেখাপড়া করতে পারনি। তবু তোমার ছোট বেলার ছড়া, কবিতা, নীতিকথা, গল্প তোমার ছিল মুখস্থ। তুমি কতবার যে সেগুলো আমাদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছ, তার হিসেব রাখে কে? তুমি মা আমাদের যা শিখিয়েছো তা আমাদের স্মৃতিতে অমূল্য মুক্ত হয়েই থাকবে।

তোমার ব্রেনষ্ট্রোকের কারণে শেষ ক'মাস তুমি গুছিয়ে শুধু কথা বলতে পারতে না। আর সবইতো ঠিকই ছিল। আমাদের তুমি চিনতে পারতে; প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারতে; তোমাকে কে দেখতে এলো, কে এলো না- তাও তুমি বলতে পারতে মা। তোমার এ সুন্দর পবিত্র জীবনের জন্যে পরম পিতাকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে রত্নগর্ভা। ১৬ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তোমাকে রত্নগর্ভা হিসেবে জাতীয়ভাবে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তুমি তোমার গর্ভে ধারণ করেছ ৯ জন সন্তান। তাদের মধ্যে ২ জন অনেক আগেই স্বর্গবাসী হয়েছে। তুমি কিন্তু মা লালন করেছ ১৫ জন সন্তান। আমাদেরতো অনেকে চিনতেই পারে না, কে আমরা আপন ভাই-বোন, কে আমাদের কাকাতো ভাইবোন। তোমার দেবর সন্তান বলেতো কেউ ছিল না। সকলেই তোমাকে মা বলেই ডাকতো। এমন কি তোমার নাতি-নাতনীরাও তোমাকে মা বলেই ডাকতো। তোমার একমাত্র দেবর, ইউজিন কোড়াইয়া ও তার স্ত্রী শিশিলিয়াকে তুমি মায়ের মত যত্ন দিয়ে সেবা করে অনেক আগেই চির বিদায় দিয়েছ। **মা,** আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান। মা তোমার জীবনের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকে মা প্রণাম।

মা, তুমি ছিলে প্রার্থনার মানুষ। তোমার ব্রেনস্ট্রোকের পর তুমি অনেক সময় আমাদের চিনতে পারতে না। সাজিয়ে কথা বলতে পারতে না। তুমি কিন্তু প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র, প্রণাম মারীয়া, প্রভুর প্রার্থনাসহ মালার প্রার্থনা অনর্গল বলতে থাকতে। তুমি সারাদিন সারারাত শুধু প্রার্থনাই করেছ। **মা,** আমরা জানি এ প্রার্থনা শুধু তোমার পেটেধরা সন্তানদের জন্যেই নয়; এ প্রার্থনা তোমার রেখে যাওয়া পৃথিবীর সকল সন্তানদের জন্যেই তুমি করেছ। **মা,** তুমি আমাদের আদর্শ। তুমি আমাদের জন্যে স্বর্গস্থ পিতারই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মা তোমাকে লক্ষ কোটি প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচালিকা। তুমি কোনদিন এ ছেলের কথা অন্য ছেলেকে, এ মেয়ের কথা অন্য মেয়েকে বা এ বৌয়ের কথা অন্য বৌকে বলনি। তুমি সব কিছুই গোপন রেখেছ। যার জন্যে যতটুকু দরকার ততোটুকু কথাই তুমি বলতে। সত্য ও ন্যায্য কথা আবার বলতে এতটুকুও পিছু পা হওনি। সঠিক নির্দেশনা দানেও তোমার কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ় ও সঠিক।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদের কাছ থেকে রত্নগর্ভা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

তুমি আমাদের কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিতে পারতে আমরা কে কেমন আছি। তোমার অনুভূতিতেই আমাদের সুস্থতা-অসুস্থতা তুমি অনুভব করতে পারতে। এখন আমাদের জীবনে তোমার শূন্যতা তুমি স্বর্গে থেকে পুরণ করো মা। আমরাতো জানি তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলেই আশ্রয় পেয়েছ। স্বর্গস্থ পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো ছিলে স্বর্গস্থ মায়ের মতই দয়ালু। তুমি প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে নিজে খেয়ে না খেয়ে আমাদের বড় করেছ। তুমি দিন-রাত পরিশ্রম করেছ। আমাদের কাজ করতে শিখিয়েছ। জান মা, আমরা এখন তোমার শেখানো কাজগুলো আমাদের পরম সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে বেশ ভালই আছি। যেমন যখন যেখানে দরকার ঠিক সেভাবেই আমরা কাজ করতে পারি। তোমার কাছ থেকে কোন মানুষতো শূন্য হাতে ফিরে যাননি। প্রয়োজনে তুমি না খেয়ে থেকেছ, অন্যের গালি খেয়েছ তবুও তুমি অভাবীদের পাশে দাঁড়িয়েছ। সাহায্য করেছ। তুমি আমাদের দীন-দরিদ্রকে সেবা করতে শিখিয়েছ। কানা নগরে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেলে মা মারীয়া যিশুকে যেমন বলেছিলেন, 'ওদের দ্রাক্ষারস নেই' ঠিক তেমনই মা তুমি সমস্যাগ্রস্ত, অভাবীদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলতে, 'ওদের প্রয়োজনে তোমরা সাহায্য কর।' তোমাকে আমাদের মা করে এ পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে স্বর্গস্থ পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম, মা তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো সব সময় পুণ্যপিতা পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ, ফাদার-সিস্টার-ব্রাদারদের জন্যে প্রার্থনা করতে। তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তোমার ছিল আকুল আবেদন। তোমার দেবর প্রয়াত ফাদার উর্বান, ফাদার মনোহর, তোমার দুই ছেলে ফাদার কমল, ফাদার মিল্টন ও তোমার নাতি ফাদার শিশির ডমিনিক আজ ধর্মযাজক। তোমার নাতনি সিস্টার সুবর্ণা। তোমার বড় ভাইয়ের তিন মেয়ে সিস্টার। কোড়াইয়া বাড়ীর ভাগিনা-ভাগিনী আরও কতজনইতো ফাদার-সিস্টার। **মা,** তোমাকে চির বিদায় জানাতে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, তোমার কত যাজক সন্তান এসেছিলেন। মা তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে গীর্জাঘর ভরতি সিস্টার, তোমার প্রিয় প্রতিবেশী-আত্মীয়-পরিজন উপস্থিত ছিলেন। এমন ভাগ্য ক'জনেরই হয় মা। তুমি ভাগ্যবতী। তোমার আশীর্বাদিত পবিত্র জীবনের জন্যে পরম পিতাকে ধন্যবাদ। তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমিতো আমাদের অনেক ভালবাসতে। আমাদের স্নেহ-যত্ন করতে। তুমিতো এখন রয়েছো স্বর্গস্থ পিতার চির শান্তির আশ্রয়ে। যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। আমরাতো তোমার সুখ-শান্তিই দেখতে চেয়েছি। তা'হলে কেন বোকার মত তোমাকে পার্থিব স্বার্থপর এ পৃথিবীর মায়ামোহে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। তুমিতো আমাদের এমন শিক্ষা দাওনি। মা তোমাকে চির বিদায়। আবারও দেখা হবে পরম পিতার রাজ্যে পরকালে।

মার্থা-মারীয়ার ভাইয়ের মৃত্যুতে যিশু যেমন তাদের বাড়িতে এসেছিলেন সান্ত্বনা দিতে, ঠিক তেমনই মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, আপনারা ফাদার সিস্টার-ব্রাদার ও আত্মীয় পরিজন এসেছিলেন আমাদের সান্ত্বনা দিতে। আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা। আমাদের মায়ের জীবনের জন্যে পরম পিতাকে প্রশংসা-ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানাই।

মা তোমাকে প্রণাম। বিদায়।

সন্তানেরা : ষ্টিফেন-সুষমা কোড়াইয়া, হিরু-নার্গিস, ফাদার কমল, শ্যামল-পূর্ণিমা, ফিলিপ-রনা, আশা-লেনার্ড, প্রভাতী-শংকর প্রভাত-প্রমিলা, শিল্পী-সুশান্ত, ফাদার মিল্টন, এপিফ্যানী-রিমা

বিজ্ঞ/২১/২০

BOOK POST

১৩ ফেব্রুয়ারি	১লা ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৪ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
মে মাসের ২য় রোববার	মা দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	ঈদ-উল-ফিতর
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
জুনের ৩য় সোমবার	বাবা দিবস
জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারিয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

বি:দ্রঃ *মুজিববর্ষ ও আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" বিশেষ দিবসটি এক সংখ্যা সপ্তাহে পূর্বে ছাপা হয়।*

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org